কন্যাশ্রী প্রকল্প

বিভিন্ন গণ-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষামূলক পরিদর্শন

সহায়কদের জন্য নির্দেশিকা

কন্যাশ্রী প্রকল্প

নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ইউনিসেফ দ্বারা অনুমোদিত

সূচীপত্র

শিক্ষামূলক পরিদর্শন বলতে কি বোঝায় 2
প্রশাসনিক দপ্তরগুলির দায়িত্ব 3
স্কুলে শিক্ষামূলক পরিদর্শনের পরিকল্পনা 4
নির্দেশিকা 4
বার্ষিক পরিকল্পনা 4
পরিদর্শনের জন্য প্রস্তুতি 4
পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ 5
পরিদর্শনের উদ্দেশ্য 5
ভ্রমণ 1: অর্থনেতিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাঙ্ক) 8
শিক্ষার বিষয় 8
প্রসঙ্গ সম্পর্কিত সামগ্রী 9
ভ্রমণ 2: থানা 16
শিক্ষার বিষয় 16
প্রসঙ্গ সম্পর্কিত সামগ্রী 17
ভ্রমণ 3: ডাকঘর 24
শিক্ষার বিষয় 24
প্রসঙ্গ সম্পর্কিত সামগ্রী 25
ভ্রমণ 4: ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর 32
শিক্ষার বিষয় 32
প্রসঙ্গ সম্পর্কিত সামগ্রী 33

শিক্ষামূলক পরিদর্শন বলতে কি বোঝায়

শিক্ষার উদ্দেশ্যে কন্যাশ্রী প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কিশোরী কন্যাদের নানা গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন।

প্রতিটা পরিদর্শনের অন্ততঃ একটি করে নির্দিষ্ট শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য আছে।

এই শিক্ষণ পদ্ধতি যে শুধুই কিছু তথ্য জোগাড় করার জন্য, তা নয়। এটি তার চেয়েও অনেক গভীর একটি অভিজ্ঞতা। এই পরিদর্শনগুলো কিশোরী কন্যাদের সামনে সেই সুযোগের দরজা খুলে দেবে, যার মধ্যে দিয়ে এই প্রকল্পগুলো কিভাবে চলে অর্থাৎ তার নেপথ্যের ছবিগুলো কেমন, তা তারা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে। এই দপ্তরগুলো যারা চালান সেই সমস্ত আধিকারিকদের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পাবে–সাথে সাথে তাদের দায়িত্ব আর ভূমিকাগুলোও বুঝতে পারবে। এর ফলে, প্রতিষ্ঠান আর তার সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিগুলো নিয়ে যে সমস্ত ভুল ধারণাগুলো আছে, সে সম্পর্কেও স্পষ্টভাবে জানতে পারবে।

আধিকারিকদের কাছে কি করে নিজেদের উপস্থাপিত করবে, তাদের সাথে কি করে কথা বলবে, কিভাবে নথিপত্র এবং সরঞ্জাম পরীক্ষা করবে–এইসব বিষয়গুলি সম্পর্কে হাতে-কলমে হওয়া অভিজ্ঞতা এই শিক্ষণ পদ্ধতিকে স্মরণীয় করে রাখবে।

প্রশাসনিক দপ্তরগুলির দায়িত্ব

রাজ্য স্তর

1. মুখ্য/প্রধান ব্যক্তি: State Project Manager, কন্যাশ্রী, নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের (DWCD&SW) আধিকারিকের নির্দেশনাধীন
2. DWCD&SW, স্কুল শিক্ষা দপ্তর এবং অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক দপ্তরগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করা
3. অন্যান্য দপ্তরগুলো থেকে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক নির্দেশিকা, যেখানে এইসব দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা শিক্ষামূলক পরিদর্শনগুলোর উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা করতে পারে, সেগুলি জারি করা
4. তথ্য, শিক্ষা ও সংযোগের (IEC) জন্য সামগ্রী তৈরি ও বিতরণ করা
5. অংশীদারদের দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করা

জেলা স্তর

1. সংযোগকারী মুখ্য ব্যক্তি: নোডাল অফিসার, কন্যাশ্রী
2. শিক্ষামূলক পরিদর্শনের পরিকল্পনা আর রূপায়ণকে জেলা স্তরের মূল (কোর) কমিটির (SAG-কন্যাশ্রী Integration কর্মসূচী) মিটিং এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সমন্বয়সাধনের জন্য মিটিং-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা
3. শিক্ষামূলক পরিদর্শনের সম্প্রচারের বিষয়টিকে যথাসম্ভব নজরদারি করা

মহকুমা/ব্লক স্তর

1. সংযোগকারী মুখ্য ব্যক্তি: মহকুমা আধিকারিক/ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (SDO/BDO)
2. সরকারী প্রতিষ্ঠান আর যে স্কুলগুলো পরিদর্শন করা হবে, তাদের মধ্যে সংযোগ তৈরি করা যাতে পরিদর্শনের ভার একাধিক ব্যবস্থাপকের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়
3. এই পরিদর্শনগুলোর উদ্দেশ্য, আলোচনার বিষয় আর পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ওয়াকিবহাল করে দেওয়া
4. ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানগুলোর এই বিষয়ে সম্মতি আছে কিনা জেনে নেওয়া
5. স্কুলগুলো এই পূর্ব পরিকল্পিত পরিদর্শনগুলোকে কতটা সহায়তা দিচ্ছে, সেটা নজরদারি করা

স্কুলে শিক্ষামূলক পরিদর্শনের পরিকল্পনা

নির্দেশিকা

1. পরিদর্শনগুলো যাতে যথাসম্ভব মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত করে এবং সমস্ত কন্যাশ্রী মেয়েরা যাতে এতে যোগদানের সুযোগ পায়।
2. প্রতি পরিদর্শনে খুব বেশি হলে 20 জন ছাত্রী এবং তাদের সাথে 2 জন শিক্ষিকা থাকবেন।
3. পরিদর্শন চলাকালীন প্রতিটা ছাত্রীর সুরক্ষার দায়িত্ব থাকবে স্কুল কর্তৃপক্ষের।

বার্ষিক পরিকল্পনা

1. প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা একজন করে সংযোগকারী শিক্ষক নিযুক্ত করবেন যাতে তারা সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং পরিদর্শনকে যথাযথভাবে সহায়তা করতে পারেন।
2. এই সংযোগকারী শিক্ষকরা অন্যান্য শিক্ষক এবং কন্যাশ্রী ক্লাব সদস্যদের সহায়তায় স্কুলের আশেপাশে যে সমস্ত গণপরিষেবাগুলো আছে (ডাকঘর, থানা, ব্যাঙ্ক, BLLRO এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান) তার একটা সম্পূর্ণ নকশা তৈরি করবেন।
3. মহকুমা/ব্লক অফিসের সহায়তায় স্কুলগুলি প্রতিটা গণপ্রতিষ্ঠানের সাথে একটা কর্মসূচী তৈরি করবেন, যাতে এই ধরনের পরিদর্শন মাঝে মাঝেই করানো যায়।

পরিদর্শনের জন্য প্রস্তুতি

1. পরিদর্শনের অন্তত এক সপ্তাহ আগে, সংযোগকারী শিক্ষক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবশ্যই করবেন:-

ক. ব্যবস্থাপক স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করবেন–সমস্ত ব্যবস্থা হয়েছে কিনা, পরিদর্শনের উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তু প্রস্তুত আছে কিনা এগুলি তদারকি করার জন্য।

খ. প্রতিটা পরিদর্শনের জায়গায় নিরাপদ হাঁটাপথের নকশা বা ম্যাপ তৈরি করবেন এবং এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যাবার জন্য সুরক্ষিত যানবাহনের ব্যবস্থা করবেন।

গ. এই পরিকল্পিত পরিদর্শনের কথা অভিভাবক এবং উপকারভোগীদের জানাবেন।

পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

1. যেগুলো করা আবশ্যিক	2. গণপ্রতিষ্ঠানে যা যা করণীয়	3. স্কুলে ফেরার পর যা যা করণীয়
স্কুল থেকে বেরোনোর আগে শিক্ষকরা সবাইকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জানাবেন: • যে প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন করা হচ্ছে, তাদের সম্পর্কে এবং এই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য কি • যে প্রতিষ্ঠানে যাওয়া হবে, তার সম্পর্কে প্রাথমিক ধ্যান ধারণা • পরিদর্শনের সময় কি কি করণীয় বা কোনগুলো করা যাবে না	গণপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রীদের • মুখ্য ব্যক্তি এবং বিভাগগুলোর সাথে পরিচয় করানো হবে • নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন দিকগুলো সম্পর্কে জানানো হবে • প্রশ্নোত্তর অধিবেশন করানো হবে	স্কুলে ফেরার পর শিক্ষকরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অবশ্যই করবেন: • প্রশ্নোত্তরের (ক্যুইজ) মাধ্যমে সুনিশ্চিত করবেন যে শিক্ষণীয় সব উদ্দেশ্যগুলোই পূর্ণ হয়েছে • পরিদর্শন থেকে ছাত্রীরা যা যা শিখেছে, তা তাদের প্রতিদিনের জীবনে কিভাবে কাজে লাগাবে, সে বিষয়ে আলাপ আলোচনা • কিভাবে নিজেদের অভিজ্ঞতা পোস্টার বা বিতর্ক বা আলোচনার মাধ্যমে অন্য ছাত্রীদের সাথে ভাগ করে নেবে, সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা

পরিদর্শনের উদ্দেশ্য

গণ প্রতিষ্ঠান	শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য
অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য	
অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাঙ্ক)	এই পরিদর্শনের শেষে, যোগদানকারীরা: 1. ব্যাঙ্কে টাকা জমানোর অন্ততঃ তিনটি কারণ চিহ্নিত করতে পারবে 2. ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে, তার তালিকা তৈরি করতে পারবে 3. ব্যাঙ্কে না গিয়েও পরিষেবা পাবার অন্ততঃ তিনটি উপায় চিহ্নিত করতে পারবে 4. ব্যাঙ্কে গিয়ে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলা আর জমা দেবার পদক্ষেপগুলোর তালিকা তৈরি করতে পারবে 5. সুরক্ষিত ব্যাঙ্ক পরিষেবা পাবার জন্য অন্ততঃ তিনটি করণীয় এবং না করণীয় বিষয়কে চিহ্নিত করতে পারবে

গণ প্রতিষ্ঠান	শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য
অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য	
ডাকঘর	এই পরিদর্শনের শেষে, যোগদানকারীরা: 1. ডাকঘর থেকে পাওয়া যাবে এমন অন্ততঃ তিনটি পরিষেবাকে চিহ্নিত করতে পারবে 2. কেন PINএর আবিষ্কার হয়েছিল তার অন্তত তিনটি কারণ চিহ্নিত করতে পারবে 3. একটি খামের উপর কি করে সঠিকভাবে ঠিকানা লিখতে হয়, সেটি প্রদর্শন করতে পারবে 4. ডাকবাক্সে চিঠি ফেলার পর কি হয়, তার অন্ততঃ চারটি ধাপ তালিকাভুক্ত করতে পারবে
নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য	
থানা	এই পরিদর্শনের শেষে, যোগদানকারীরা: 1. সমাজে পুলিশদের অন্তত তিনটি দায়িত্ব সম্পর্কে বলতে পারবে 2. শিশুদের সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য অন্ততঃ তিনটি আইন চিহ্নিত করতে পারবে 3. আদালত গ্রাহ্য অপরাধ আর আদালত অগ্রাহ্য অপরাধের মধ্যেকার প্রাথমিক তফাৎগুলো বলতে পারবে 4. FIR কাকে বলে এবং তার গুরুত্ব সম্পর্কে সহজ করে বলতে পারবে
একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য	
ব্লক ভূমি এবং ভূমি সংস্কার দপ্তর	এই পরিদর্শনের শেষে, যোগদানকারীরা: 1. ভূমিকে অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ বলে গণ্য করা হয় কেন তার অন্ততঃ একটা কারণ বলতে পারবে 2. কিভাবে ভূমি/জমি কেনা যেতে পারে সে সম্বন্ধে অন্ততঃ দুটি পদ্ধতি বলতে পারবে 3. পারিবারিক সম্পত্তির উপর মেয়েদের অধিকারের বিষয়ে বুঝিয়ে বলতে পারবে 4. সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত অন্ততঃ দু'টি প্রয়োজনীয় নথির কথা বলতে পারবে যা তার স্বত্ত্ব প্রমাণ করবে 5. সহজ ভাষায় ''ভূমি সংস্কার'' বিষয়টি কি, তা বুঝিয়ে দিতে পারবে

FPI
FPI Financially Preferred Bank of India
গৃহঋণ
CASH WITHDRAWAL
CASH DEPOSIT

পরিদর্শন 1: অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাঙ্ক)

শিক্ষণীয় বিষয়

পরিদর্শনের আগে	পরিদর্শন চলাকালীন	পরিদর্শনের পরে
সময়: 45 মিনিট	**সময়: 1 ঘণ্টা**	**সময়: 45 মিনিট**
1. বাড়িতে নগদ টাকা রাখার বদলে ব্যাঙ্কে জমা রাখা সুবিধাজনক কি? 2. শিশুরা কি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে? 3. ব্যাঙ্কের অনেক গ্রাহক আছে। প্রতিটি গ্রাহকের টাকার হিসাব তারা কিভাবে রাখে? 4. যদি তুমি ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে যাও, তাহলে ব্যাঙ্ক বোঝে কি করে যে তুমি যে ব্যক্তি বলে নিজেকে দাবী করছো, আসলে সত্যিই তুমি কি সেই ব্যক্তি? 5. ব্যাঙ্ক কোথা থেকে তার গ্রাহকদের সুদ দেবার টাকা পায়? 6. তোমার টাকা ব্যাঙ্কের কাছে থাকলে কতটা সুরক্ষিত? 7. বর্ণনা কর ক. ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলার পদক্ষেপগুলো খ. নগদ টাকা জমা দেবার স্লিপ/কাগজ ভর্তি করা গ. নগদ টাকা তোলার জন্য স্লিপ/কাগজ ভর্তি করা	1. ব্যাঙ্কের নানা কাউন্টার বিভাগ আর আধিকারিকদের সাথে আলাপ-পরিচয় 2. কত ধরনের অ্যাকাউন্ট হতে পারে–প্রাথমিক জমা (শূন্য ব্যালেন্স), সঞ্চয়, চলতি অ্যাকাউন্ট, স্থায়ী আমানত এবং পুনরাবৃত্তি আমানত 3. ব্যাঙ্কের প্রাথমিক কিছু নিয়মাবলী: ক. ন্যূনতম টাকার পরিমান খ. পাসবই নিয়মিত পরীক্ষা করা গ. ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিয়মিতভাবে ব্যবহার করা যাতে অ্যাকাউন্টটি চালু থাকে 4. কিভাবে/কত রকমভাবে গ্রাহকরা নিজেদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা লেনদেন করতে পারে–ATM, ই-ব্যাঙ্কিং, ক্রেডিট এবং ডেবিট কার্ড, ব্যাঙ্কের চিঠিপত্রের আদান-প্রদান ইত্যাদি 5. ঋণের প্রকারভেদ – বিশেষ করে শিক্ষার জন্য ঋণ এবং তার সুদের হার 6. ব্যাঙ্ক বিষয়ে সুরক্ষা – কি করে নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত রাখা যায়, যাতে কোন অসৎ ব্যক্তি তার অপব্যবহার না করতে পারে	1. সমস্ত যোগদানকারীদের চারজন করে এক একটি দলে ভাগ করে প্রতি দলকে চার্ট পেপার আর পেন দিয়ে দিন 2. প্রতিটি দলকে নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে দিন। প্রতি দলকে 10 মিনিট সময় দিন তাদের উত্তর চার্ট পেপারে লেখার জন্য ক. ব্যাঙ্কে টাকা জমানোর তিনটি কারণ খ. ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য পদক্ষেপগুলো গ. ব্যাঙ্কে না গিয়েও কিভাবে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পেতে পারে তার তিনটে পদ্ধতি ঘ. ব্যাঙ্কে গিয়ে কিভাবে টাকা জমা দেবে এবং টাকা তুলবে, তার পদক্ষেপগুলোর তালিকা ঙ. সুরক্ষিত ব্যাঙ্ক পরিষেবা পাবার জন্য অন্ততঃ তিনটি করণীয় বিষয় আর না করার বিষয় 3. দশ মিনিট বাদে, প্রতি দল ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের কি কাজ করতে দেওয়া হয়েছিল, তা জোরে বলবে এবং উত্তরটা বোর্ডে লিখবে। অন্যান্য দলগুলি এই দলের বানানো লিস্টগুলোর সাথে নিজেদের কথা যোগ করবে। 4. প্রতি দলের উপস্থাপনার পর সবার বক্তব্য একত্রিত করুন। প্রয়োজনে, আলোচ্য বিষয়ে স্পষ্টতা আনার জন্য আলোচনা করুন।

প্রসঙ্গ সম্পর্কিত সামগ্রী

1. ব্যাঙ্ক কাকে বলে?

ব্যাঙ্ক হলো এমন একটি সংস্থা, যেখানে টাকা জমানো বা ধার করা যায়। যারা ব্যাঙ্ক চালনা করেন, তাদের ব্যাঙ্কার বলা হয়।

2. বাড়িতে নগদ টাকা রাখার পরিবর্তে ব্যাঙ্কে টাকা রাখার সুবিধাগুলি কী?

বাড়িতে কম পরিমাণে টাকা রাখার জন্য হাতবাক্স, তালাচাবি দেওয়া ড্রয়ার বা আলমারির লকার—এগুলো ভালো ঠিকই কিন্তু বেশি পরিমাণে টাকা নিরাপদে এবং বিচক্ষণতার সাথে রাখার জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হলো ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলা।

- নগদ টাকা নিজের কাছে রাখা খুবই বিপজ্জনক। টাকা হারিয়ে যেতে পারে, ইঁদুর তাকে নষ্ট করে দিতে পারে বা বাড়িতে হঠাৎ আগুন লাগলে সব টাকা নষ্টও হয়ে যেতে পারে। ব্যাঙ্ক আমাদের সবার টাকা একেবারে সুরক্ষিত করে রাখে। যতক্ষণ অবধি আমাদের প্রয়োজন না পড়ছে, ব্যাঙ্ক যত্ন করে সেই টাকার দেখাশুনো করে।

- ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে আমাদের একসাথে অনেক টাকা বয়ে নিয়ে বেড়াতে হয় না। কিন্তু যখনই প্রয়োজন হবে, তখনই আমরা আমাদের টাকা নিজস্ব ব্যাঙ্কের শাখা থেকে বা ATM থেকে সহজেই বার করে নিতে পারবো। কাউকে যদি একসাথে অনেকগুলো টাকা দিতে হয়, তাকে আমরা চেকের সাহায্যে, এমনকি ইন্টারনেটের সাহায্যেও তার অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করে দিতে পারবো।

- ব্যাঙ্ক আরো একটা কাজ করে—আমাদের টাকা সঞ্চয় অ্যাকাউন্টে জমা রাখার জন্য ব্যাঙ্ক আমাদের টাকা দেয়। এই টাকাকে বলা হয় সুদ।

- ব্যাঙ্ক আমাদের আরো নানা প্রয়োজনীয় পরিষেবা দেয়। ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট থাকলে, আমরা নানা সুবিধা পেতে পারি—যেমন সহজে ঋণ পাওয়া, সুরক্ষিত লকার এবং অন্যান্য পরিষেবা এবং তাও খুবই সুলভ মূল্যে।

- যে কোন নামী ব্যাঙ্কে একাউন্ট থাকলে একটা পরিচিতি তৈরি হয় যাকে যে কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখে।

3. ব্যাঙ্কের অনেক গ্রাহক আছে—তাহলে তারা কিভাবে প্রতিটি গ্রাহকের টাকার হিসাব রাখে?

ব্যাঙ্কে টাকা রাখার আগে সেখানে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে।

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হলো এমন একটি তথ্যপ্রমাণ, যার মাধ্যমে ব্যাঙ্ক বুঝতে পারে তুমি কত টাকা তাদের কাছে জমা রেখেছো। এই অ্যাকাউন্ট যার নামে, ব্যাঙ্ক বুঝতে পারে টাকা তারই। অ্যাকাউন্টের জন্য একটা বিশেষ নম্বর ব্যাঙ্ক থেকে দেওয়া হয়, যাকে বলা হয় ‘‘ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর’’। যখন ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা বা জমা দেওয়া হয়, তখন এই অ্যাকাউন্ট নম্বরটা ব্যাঙ্ককে জানাতে হয়।

যেহেতু অনেক ব্যাঙ্ক আছে, তাই প্রতিটি ব্যাঙ্কের প্রচুর শাখাও থাকে।

এই কারণে নিজের ব্যাঙ্কের পুরো নাম, শাখার নাম এবং ঠিকানা জানা গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি ব্যাঙ্কের নিজস্ব একটা বিশেষ নম্বর থাকে, যাকে বলা হয় IFS কোড (Indian Financial System Code)। এটি একটি 11 সংখ্যার নম্বর যা সংখ্যা আর বর্ণ—এই দুটো মিলিয়ে তৈরি হয় এবং এটি প্রতি শাখার জন্য আলাদা আলাদা হয়।

যখন তোমাকে কোন ফর্মে তোমার ব্যাঙ্কের একাউন্ট নম্বর বা IFSC লিখতে বলা হবে—যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তোমার কন্যাশ্রীর আবেদন পত্রে যদি এই তথ্যগুলো লিখতে হয়, তাহলে এগুলি সঠিকভাবে লেখাটা খুবই জরুরী। এই তথ্যগুলো ভুল হলে তোমার প্রাপ্য টাকা চলে যেতে পারে অন্যের অ্যাকাউন্টে।

4. শিশুরা কি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে?

নাবালিকা অর্থাৎ 18 বছরের নীচের বয়সীরাও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে। 10 বছরের নীচে যাদের বয়স, তারা তাদের অভিভাবকদের সাথে একসাথে 'যৌথ' অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে। 10 বছরের ওপরে যাদের বয়স, তারাও কিছু কিছু বিশেষ ধরণের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতেও পারে, আর নিজেরা স্বাধীনভাবে সেগুলো থেকে টাকা তুলতে বা জমা করতেও পারে।

তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, নাবালিকারা যদি অ্যাকাউন্ট খোলে, সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক কিছু কিছু নিয়ম জারি করতে পারে। যেমন জমা বা তোলার টাকার পরিমাণের ক্ষেত্রে, চেকবই-এর সুবিধার ক্ষেত্রে বা অন্য কিছু কিছু পরিষেবার বিষয়ে। এই নিয়মগুলো যদিও প্রত ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে আলাদা হয়।

5. যদি কোন ব্যাঙ্কে তুমি অ্যাকাউন্ট খুলতে যাও, তাহলে ব্যাঙ্ক বুঝবে কি করে যে তুমি নিজেকে যে ব্যক্তি বলে দাবী করছো, আসলে সত্যি সত্যিই তুমি সেই ব্যক্তি কিনা?

যখন তুমি কোন ব্যাঙ্কে গিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলতে চাইবে, ব্যাঙ্কের লোকেরা তখন সরকার যে সমস্ত নথিপত্রগুলো দেয়, সেগুলোর মাধ্যমে তোমার পরিচয় আর বাড়ির ঠিকানা পরীক্ষা করে দেখতে চাইবে। এইসব নথিপত্রকে সাধারণতঃ KYC ("Know Your Customer") নথিপত্র বলা হয়।

যদি তুমি নাবালিকা হও, তাহলে তোমার জন্মের সার্টিফিকেট আর আধার কার্ডের নম্বর ব্যাঙ্ককে দিতে হবে। ব্যাঙ্ক তোমার অভিভাবকের পরিচয় পত্র—যেমন PAN কার্ড, পাসপোর্ট, আধার কার্ড, ইলেকট্রিক বিল ইত্যাদিও দেখতে চাইতে পারে। নাবালিকারা অ্যাকাউন্ট খুলতে চাইলে, কিছু কিছু ব্যাঙ্ক চায় যাতে অভিভাবকদের সেই ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট থাকে।

6. ব্যাঙ্ক সুদ দেবার টাকা কোথা থেকে পায়?

ব্যাঙ্ক যখন তার গ্রাহকদের ঋণ দেয়, তখন তারা তাদের কাছ থেকে সুদ নেয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ধরো, যদি তোমার বাড়ি কেনার জন্য কিছু টাকার প্রয়োজন হয় আর তুমি ঋণ চাও, তাহলে ব্যাঙ্ক তোমায় পুরো টাকাটাই দেবে, কিন্তু তার বদলে যতদিন না পুরো ঋণের টাকাটা পরিশোধ হচ্ছে, ততদিন তোমায় প্রতি মাসে মাসে একটা নির্দিষ্ট টাকা ব্যাঙ্ককে দিতে হবে।

সুতরাং ব্যাঙ্ক তোমাকে যে সুদ দেবে, সেই টাকা আসবে তার নিজস্ব রোজগার থেকে। ব্যাঙ্ক শুধু তার গ্রাহক নয়, এমনকি বাইরের লোকেদেরও ঋণ বা অন্য কোন আর্থিক পরিষেবা দিয়ে যে টাকা আয় করে, সেই আয় থেকেই গ্রাহকদের সুদ দেয়। ব্যাঙ্ক যখন বাইরের লোকেদের ঋণ দেয় তখন তার সুদের হার অনেক চড়া হয়।

কিন্তু যখন নিজেদের গ্রাহকদের ব্যাঙ্ক সুদ দেয়, তখন তার হার অনেক কম হয়।

মনে কর, তুমি তোমার সঞ্চয় অ্যাকাউন্টে বেশ কিছু টাকা জমা রাখলে। এর জন্য ব্যাঙ্ক তোমাকে বছরে প্রতি 100 টাকায় 4 টাকা করে সুদ দেবে। সেই একই সময়, ধরো, তোমার প্রতিবেশিরও বাড়ি কেনার জন্য ঋণের দরকার হলো! সে ব্যাঙ্কে গিয়ে ঋণ চাইলো। ব্যাঙ্ক তার কাছ থেকে প্রতি 100 টাকায় 8 টাকা সুদ নেবে। এইভাবে ব্যাঙ্ক বাইরের গ্রাহকদের কাছ থেকে চড়া হারে সুদ নিয়ে নিজেদের গ্রাহকদের কম হারে সুদ দেয় এবং এইভাবেই লাভ করে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: উপরের উদাহরণে যে সুদের হার উল্লেখ করা আছে, সেগুলো বিষয়টা বোঝানোর জন্য বলা হয়েছে। সুদের হার প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে পাল্টে যায়।

7. তোমার টাকা ব্যাঙ্কে থাকা কতটা নিরাপদ?

ব্যাঙ্ক হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যেতে পারে, বা ব্যাঙ্ক তোমার টাকা নিয়ে নয়ছয় করতে পারে–এইসব নিয়ে ভয় পাচ্ছো? তাহলে, জেনে রাখো যে সমস্ত ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলোই কিছু কিছু নিয়মকানুন আর আইন মেনে চলতে বাধ্য। সমস্ত নামকরা ব্যাঙ্কগুলোতে জমা থাকা টাকা বীমার মাধ্যমে সুরক্ষিত থাকে। ডিপোজিট ইনসিওরেন্স অ্যান্ড ক্রেডিট গ্যারান্টি কর্পোরেশন (DICGS) এই বীমাগুলোর দায়িত্বে থাকে। এর মানে হলো, যদি কখনো ব্যাঙ্কের কোন বিপদ-আপদ ঘটে, তাহলে DICGS প্রতিটি গ্রাহকের টাকার কিছু অংশ অন্ততঃ বীমা করানোর ব্যবস্থা করে।

8. ব্যাঙ্কে সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট খোলার পদক্ষেপগুলো কী কী?

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে নীচের উল্লেখ করা পদক্ষেপগুলো নিতে হবে:-

1. প্রথমেই, যে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে চাও, সেই ব্যাঙ্কটাকে বেছে নাও আর কি ধরনের একাউন্ট খুলবে, সেটাও ঠিক করে না।
2. তোমার বাড়ির কাছাকাছি, তোমার পছন্দের ব্যাঙ্কের যে শাখাটি আছে, সেখানে গিয়ে নতুন অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য ব্যাঙ্ক কর্মচারীর কাছ থেকে ফর্ম চেয়ে নাও। যদি তুমি বুঝতে না পারো, কোন ধরণের অ্যাকাউন্ট তুমি খুলতে চাও, তাহলে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের অনুরোধ কর, যাতে তারা ব্যাঙ্কে যে যে বিভিন্ন ধরণের অ্যাকাউন্ট আছে সে বিষয়ে তোমাকে বুঝিয়ে বলেন। সাথে সাথে কোন ধরণের অ্যাকাউন্ট খুললে ভালো হয়, সে বিষয়েও যেন তোমায় সাহায্য করেন। ফর্ম জমা দেবার সময় কোন কোন KYC কাগজপত্র জমা দিতে হবে, তার একটা তালিকা করে দেবার জন্য তাদের অনুরোধ কর।
3. অ্যাকাউন্ট খোলার ফর্মটি ভর্তি কর। প্রতিটা তথ্য লেখার সময়ে যথেষ্ট সতর্ক থেকো–তোমার নাম আর বাড়ির ঠিকানার বানান যেমনটা KYC কাগজপত্রে আছে, ঠিক তেমনটাই যেন হয়। সব তথ্য যেন সঠিক আর সত্যি হয়, সেটা খেয়াল রেখো।
4. তোমার KYC কাগজপত্রের প্রত্যয়িত (Xerox–জেরক্স) কপি, দুটো সাম্প্রতিকতম পাসপোর্ট সাইজের ছবি–এই সমস্তগুলো হাতের কাছে গুছিয়ে রেখো। এরপর ফর্ম, KYC কাগজপত্রের জেরক্স এবং ছবিগুলি ব্যাঙ্ক কর্মচারীকে জমা দিয়ে দাও।
5. এরপর ব্যাঙ্ক সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করে তোমার নতুন অ্যাকাউন্ট খুলে দেবে। তোমাকে শুরুতে কিছু টাকা জমা রাখতে হবে।

তোমাকে পাসবই দেবে ব্যাঙ্ক থেকে। খেয়াল করে মিলিয়ে নিও তোমার নাম, ঠিকানা আর অন্যান্য তথ্যগুলির বানান ঠিক আছে কিনা। কোথাও ভুল থাকলে, সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো সংশোধন করে দিতে বলো।

6. চেকবই এবং ATM সুবিধা পাবার জন্য হয়তো আলাদা করে ব্যাঙ্কের কাছে আবেদন জানাতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: কিছু কিছু সুবিধা অ্যাকাউন্টের রকম অনুযায়ী পাওয়া যাবে। যদি তুমি একেবারে প্রাথমিক সঞ্চয় একাউন্ট (অর্থাৎ যাকে "জিরো ব্যালেন্স" অ্যাকাউন্টও বলা হয়) খোলো, তাহলে তোমার প্রাপ্য পরিষেবা অনেক কম হবে।

9. ব্যাঙ্কে ব্যবহৃত কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ

1. **সুদ**—তোমার টাকার দেখভাল করতে দিয়েছো বলে ব্যাঙ্ক তোমায় যে টাকাটা দেয়, তাকেই সুদ বলে। তুমি যে টাকাটা খরচ না করে সঞ্চয় করছো, সেই কারণে এটা তোমার পুরস্কার। তুমি যত বেশি টাকা, যত বেশি দিন ধরে ব্যাঙ্কে জমা রাখবে, তত বেশি হবে তোমার সুদের পরিমাণ।
2. **লেনদেন**—এটি হলো এমন একটা কাজ, যার ফলে তোমার অ্যাকাউন্টে থাকা টাকা বাড়ে বা কমে। এটা টাকা জমা দেওয়া বা তুলে নেওয়া, দুই-ই হতে পারে।
3. **টাকা জমা**—যখন তুমি নিজের অ্যাকাউন্টে টাকা রাখো।
4. **টাকা তোলা**—যখন তুমি নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নাও।
5. **অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স** বা **অ্যাকাউন্টে জমা থাকা টাকা**—তোমার যে টাকা ব্যাঙ্কের কাছে জমা আছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ধরো তুমি 250 টাকা জমা দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলেছিলে আর তারপর আরো 200 টাকা জমা করলে। তাহলে তোমার মোট জমা টাকা হলো 450, তুমি যদি তার থেকে 300 টাকা তুলে নাও, তাহলে তোমার অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স হলো 450–300 = 150 টাকা। অঙ্কটা খুবই সোজা।
6. **ন্যূনতম ব্যালেন্স**—অ্যাকাউন্ট বজায় রাখতে গেলে তোমায় যে টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখতেই হবে। নইলে তোমার অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাবে। এই টাকার পরিমাণ কতো হবে, সেটা নির্ভর করবে তোমার কি ধরণের অ্যাকাউন্ট আছে, তার উপর। তাছাড়া প্রতিটা ব্যাঙ্কের জন্য এই পরিমাণটা আলাদা আলাদাও হতে পারে।
7. সুপ্ত বা **ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্ট**—এই ধরনের অ্যাকাউন্ট বলতে বোঝায় গ্রাহক অন্তত দুবছর কোন টাকা তোলেননি, জমাও দেননি। অর্থাৎ অ্যাকাউন্টটা ব্যবহারই হয়নি।

10. নগদ অথবা চেকের সাহায্যে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়া

ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে গেলে, প্রথমেই তোমায় একটা জমার কাগজ/স্লিপ পূরণ করতে হবে।

1. ব্যাঙ্কে গিয়ে জমা করার কাগজ/স্লিপ চেয়ে নাও আর সমস্ত খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে কাগজ/স্লিপটা পূরণ কর, যেমন—তারিখ, কি ধরনের অ্যাকাউন্ট, অ্যাকাউন্ট নম্বর, তোমার নাম, টাকার পরিমাণ এবং সবশেষে তোমার স্বাক্ষর।
2. এই জমার কাগজের/স্লিপের সাথে আরো একটা রসিদ যুক্ত থাকে। সেখানেও সমস্ত তথ্য দিতে ভুলো না।

3. যদি তুমি নগদ টাকা জমা করো, তাহলে কোন্ নোট কটা করে আছে, সেটা জমা কাগজের/স্লিপের ঠিক জায়গামতো লিখে দাও। আর যদি চেক জমা করো, তাহলে ব্যাঙ্কের নাম, চেকের নম্বর, তারিখ আর টাকার পরিমাণ (চেকে যত টাকা লেখা আছে, সেই পরিমাণটাই) লিখে দাও।

4. জমা করার কাগজ/স্লিপ আর নগদ টাকা/চেক কাউন্টারে জমা করো। ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে জমার কাগজের/স্লিপের রসিদ অংশটায় স্ট্যাম্প মেরে তোমায় ফেরত দেবে।

এই রসিদটাকে খুব যত্ন করে রেখে দিও। তুমি যে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়েছো, এটা তারই প্রমাণ। যদি পরে তুমি তোমার অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে সেটা দেখে বোঝ যে, তোমার জমা দেওয়া টাকাটা কোন কারণে তোমার অ্যাকাউন্টে ঢোকেনি, তাহলে এই রসিদ প্রমাণ করে দেবে যে তুমি টাকা জমা দিয়েছিলে।

তোমার পাসবুক নিয়মিতভাবে পরীক্ষা কর, যাতে তোমার টাকা জমা আর তোলার সঠিক তথ্য তুমি পাও।

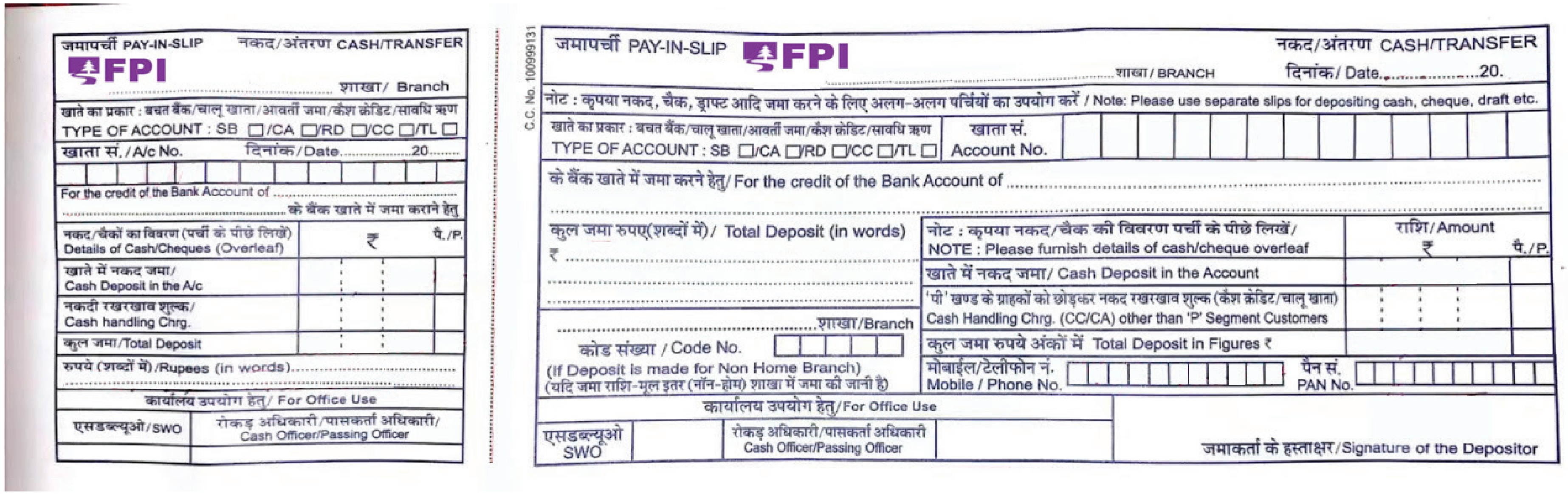
जमापर्ची PAY-IN-SLIP नकद/अंतरण CASH/TRANSFER
FPI
शाखा/ Branch
खाते का प्रकार : बचत बैंक/चालू खाता/आवर्ती जमा/कैश क्रेडिट/सावधि ऋण
TYPE OF ACCOUNT : SB ☐/CA ☐/RD ☐/CC ☐/TL ☐
खाता सं./A/c No. दिनांक/Date.................20........
For the credit of the Bank Account of ....
...................................के बैंक खाते में जमा कराने हेतु
नकद/चैकों का विवरण (पर्ची के पीछे लिखें) Details of Cash/Cheques (Overleaf) ₹ पै./P.
खाते में नकद जमा/ Cash Deposit in the A/c
नकदी रखरखाव शुल्क/ Cash handling Chrg.
कुल जमा/Total Deposit
रुपये (शब्दों में) /Rupees (in words)..........................
कार्यालय उपयोग हेतु/ For Office Use
एसडब्ल्यूओ/SWO रोकड़ अधिकारी/पासकर्ता अधिकारी/ Cash Officer/Passing Officer

C.C. No. 100999131
जमापर्ची PAY-IN-SLIP FPI नकद/अंतरण CASH/TRANSFER
.......................शाखा / BRANCH दिनांक/ Date...................20.
नोट : कृपया नकद, चैक, ड्राफ्ट आदि जमा करने के लिए अलग-अलग पर्चियों का उपयोग करें / Note: Please use separate slips for depositing cash, cheque, draft etc.
खाते का प्रकार : बचत बैंक/चालू खाता/आवर्ती जमा/कैश क्रेडिट/सावधि ऋण खाता सं.
TYPE OF ACCOUNT : SB ☐/CA ☐/RD ☐/CC ☐/TL ☐ Account No.
के बैंक खाते में जमा करने हेतु/ For the credit of the Bank Account of ....
कुल जमा रुपए(शब्दों में)/ Total Deposit (in words)
₹ ....
नोट : कृपया नकद/चैक की विवरण पर्ची के पीछे लिखें/ NOTE : Please furnish details of cash/cheque overleaf
राशि/Amount ₹ पै./P.
खाते में नकद जमा/ Cash Deposit in the Account
'पी' खण्ड के ग्राहकों को छोड़कर नकद रखरखाव शुल्क (कैश क्रेडिट/चालू खाता) Cash Handling Chrg. (CC/CA) other than 'P' Segment Customers
..........................शाखा/Branch
कोड संख्या / Code No.
कुल जमा रुपये अंकों में Total Deposit in Figures ₹
(If Deposit is made for Non Home Branch) (यदि जमा राशि-मूल इतर (नॉन-होम) शाखा में जमा की जानी है)
मोबाईल/टेलीफोन नं. Mobile / Phone No.
पैन सं. PAN No.
कार्यालय उपयोग हेतु/For Office Use
एसडब्ल्यूओ SWO
रोकड़ अधिकारी/पासकर्ता अधिकारी Cash Officer/Passing Officer
जमाकर्ता के हस्ताक्षर/Signature of the Depositor

টাকা জমা করার কাগজের/স্লিপের নমুনা

11. নগদ টাকা তোলার কাগজ বা স্লিপ ব্যবহার করে টাকা তোলা

নগদ টাকা তুলতে গেলে নগদ টাকা তোলার কাগজ বা স্লিপ ব্যবহার করতে হবে।

1. তোমার ব্যাঙ্কের শাখার নাম আর টাকা তোলার তারিখ লিখতে হবে স্লিপের উপরে।
2. নিজের অ্যাকাউন্ট নম্বরটি, খুব সাবধানে বাক্সের মধ্যে লিখবে। এক একটা বাক্সে এক একটি নম্বর লিখো। যদি অ্যাকাউন্ট নম্বর মনে না থাকে, তাহলে পাসবই দেখে সঠিক নম্বরটি লিখো যাতে কোন ভুল না হয়।
3. Please pay self / ourselves Rs. __________ (Rupees___________________________)

   এখানে তোমায় 'self' বা 'ourselves' যে কোন একটাতে ✓ চিহ্ন দিতে হবে। 'Self' মানে যার শুধু একার নামে অ্যাকাউন্ট আছে। 'ourselves' মানে যেখানে যুগ্ম বা দুজনের একসাথে অ্যাকাউন্টে নাম আছে। টাকার পরিমাণ সংখ্যায় এবং কথায়–দু'ভাবেই লিখতে হবে। যদি তুমি 2000/- তুলতে চাও তাহলে প্রথমে লিখবে '2000' তারপর ইংরাজীতে লিখবে 'Two Thousand only'
4. ব্যাঙ্কে নিজের যে মোবাইল নম্বরটা দেওয়া আছে, সেই নম্বরটা লিখো।
5. নিজের স্বাক্ষর করো। যদি সেটা যুগ্ম অ্যাকাউন্ট হয়, তাহলে সবার সই লাগবে।

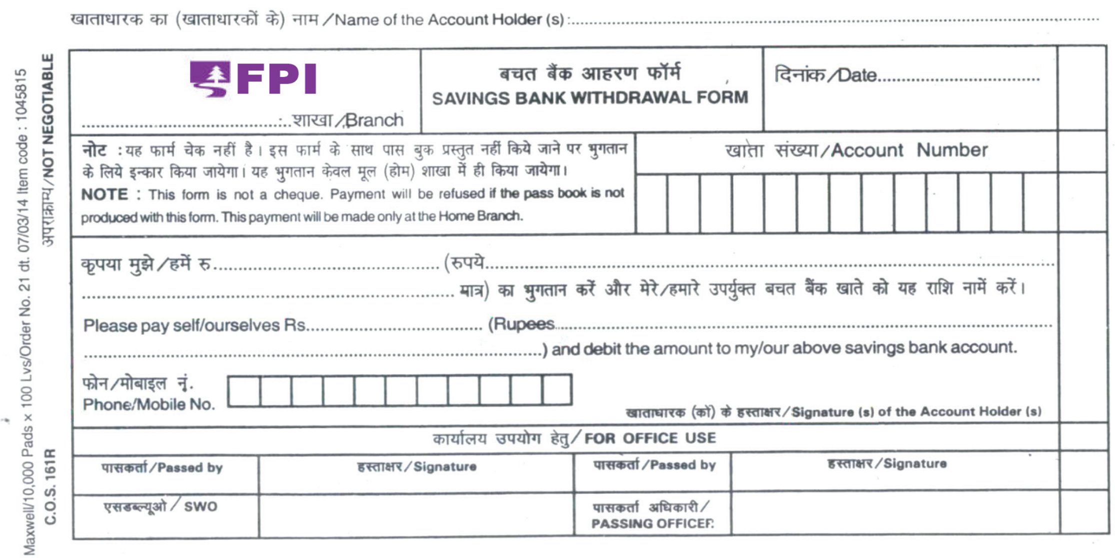
खाताधारक का (खाताधारकों के) नाम /Name of the Account Holder (s) :

FPI

..............................शाखा /Branch

बचत बैंक आहरण फॉर्म
SAVINGS BANK WITHDRAWAL FORM

दिनांक /Date..............................

नोट : यह फार्म चेक नहीं है। इस फार्म के साथ पास बुक प्रस्तुत नहीं किये जाने पर भुगतान के लिये इन्कार किया जायेगा। यह भुगतान केवल मूल (होम) शाखा में ही किया जायेगा।
NOTE : This form is not a cheque. Payment will be refused if the pass book is not produced with this form. This payment will be made only at the Home Branch.

खाता संख्या/Account Number

कृपया मुझे /हमें रु.............................. (रुपये..............................
.... मात्र) का भुगतान करें और मेरे/हमारे उपर्युक्त बचत बैंक खाते को यह राशि नामें करें।

Please pay self/ourselves Rs.............................. (Rupees..............................
..............................) and debit the amount to my/our above savings bank account.

फोन/मोबाइल नं.
Phone/Mobile No.

खाताधारक (कों) के हस्ताक्षर/Signature (s) of the Account Holder (s)

कार्यालय उपयोग हेतु/ FOR OFFICE USE

पासकर्ता/Passed by	हस्ताक्षर/Signature	पासकर्ता/Passed by	हस्ताक्षर/Signature
एसडब्ल्यूओ/ SWO		पासकर्ता अधिकारी/ PASSING OFFICER	

अपराक्राम्य/NOT NEGOTIABLE
Maxwell/10,000 Pads x 100 Lvs/Order No. 21 dt. 07/03/14 Item code : 1045815
C.O.S. 161R

নগদ তোলার কাগজের/স্লিপের নমুনা

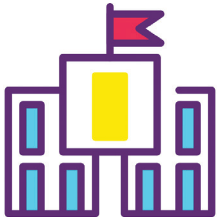

পরিদর্শন 2: থানা

শিক্ষণীয় বিষয়

পরিদর্শনের আগে	পরিদর্শন চলাকালীন	পরিদর্শনের পরে
সময়: 45 মিনিট	**সময়: 1 ঘণ্টা**	**সময়: 45 মিনিট**
1. পুলিশ না থাকলে কি হতো? আলোচনা করুন। ক. আমাদের সমাজে পুলিশের ভূমিকা কি খ. ভারতবর্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ বিভাগ 2. পুলিশ কি যা ইচ্ছে তাই করতে পারে—আলোচনা করুন। ক. অপরাধীদের জন্য নিয়মকানুন খ. পুলিশের উপর নজরদারি কে করে 3. পুলিশ এবং 18 বছরের কম বয়সী ক. শিশুদের জন্য কোন বিশেষ আইন আছে কিনা খ. পুলিশ শিশুদের গ্রেফতার করতে পারে কিনা গ. শিশুদের সাথে পুলিশ বিশেষ কোন ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে কিনা	1. পুলিশ কর্তা এবং বিভিন্ন দপ্তরের সাথে পরিচয় 2. পুলিশরা উর্দি পরে কেন? 3. পশ্চিমবঙ্গে পুলিশের সবচেয়ে বড়ো কর্তাব্যক্তি কে? 4. পুলিশ আর আমি— ক. আমি কি পুলিশের কাছে পারিবারিক সমস্যা সমাধানের জন্য অনুরোধ করতে পারি? খ. যদি পুলিশের কাছে কোন অপরাধ সম্পর্কে কথা বলতে চাই, তাহলে আমি কি করবো? গ. FIRএ যে নামগুলো থাকে, তাদের কি পুলিশ যখন তখন গ্রেপ্তার করতে পারে? ঘ. আমার অভিযোগ যদি কোন গুরুতর অপরাধ সংক্রান্ত হয়, তাহলে পুলিশ কি সেই অভিযোগ দায়ের করতে অস্বীকার করতে পারে? 5. যদি কোন পুলিশ আধিকারিক সাহায্য করার জন্য না থাকে বা সাহায্য না করে, তাহলে কি জনগণ অপরাধী বা চোরকে ধরে নিজেরাই সাজা দিতে পারে? 6. মেয়েদের নিরাপত্তা বিষয়ে খোলামেলা কথা বলতে দিন আর এই বিষয়ে পুলিশ আর স্কুল যাতে একসাথে কাজ করতে পারে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করুন।	1. যোগদানকারীদের ছোট ছোট দলে (এক একটি দলে 4 জন করে) ভাগ করুন এবং প্রত্যেক দলকে চার্ট পেপার আর পেন দিন। 2. প্রতি দলকে দশ মিনিট করে সময় দিন নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখার জন্য। ক. সমাজে পুলিশের অন্ততঃ তিনটি দায়িত্ব সম্পর্কে খ. শিশুদের তিনটি আইন সম্পর্কে গ. আদালতগ্রাহ্য এবং আদালতগ্রাহ্য নয়, এমন অপরাধের মধ্যে যে তফাৎ আছে, সে সম্পর্কে ঘ. FIR কাকে বলে আর তার গুরুত্ব কি, সে সম্পর্কে 3. দশ মিনিট বাদে, প্রতিটি দল ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে এসে নিজেদের প্রশ্ন জোরে জোরে পড়বে, তার সাথে সাথে উত্তরগুলোও। তারপর উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবে। অন্যদলগুলো যদি কিছু যোগ করার থাকে, সেগুলো জুড়বে। 4. সবার উপস্থাপনার শেষে সহায়িকা পুরো অধিবেশনটাকে শেষ করবেন।

প্রসঙ্গ সম্পর্কিত সামগ্রী

1. আমাদের সমাজে পুলিশের ভূমিকা কি?

"হাতে কাঁচি নিয়ে ছুটিস না!" "পাশের বাড়ির গাছ থেকে আম চুরি করিস না!" "পরীক্ষায় বন্ধুর খাতা দেখে টোকাটুকি করিস না"। প্রায়ই লোকে আমাদের নির্দেশ দেয়—কি করবো আর কি করবো না। আমাদের মন যা করতে চায়, তা করার থেকে আর কতবার বাধা পাবো আমরা? এটা বারণ আর ওটা ভুল-এর মধ্যে আর কতবার ঘুরপাক খাবো আমরা?

আমাদের নজরদারি করার জন্যই বোধহয় দুনিয়ার যতো নিয়মকানুন তৈরি হয়েছে। সবসময় এইসব নিয়ম আমাদের ভালো লাগে না কারণ মন খুলে যা করতে চাই, সেগুলো করতে পারি না যে! কিন্তু সমাজে বাস করতে হলে, কিছু কিছু নিয়মনীতি তো মেনে চলতেই হয়। আইন হলো সেইসব নিয়ম, যা একটি দেশের বসবাসকারী সমস্ত মানুষকে একসাথে বেঁধে রাখে। আমাদের সরকার এই আইন তৈরি করে। এইসব আইনগুলো তৈরি হয়েছে চুরি, খুন, ধর্ষণ, হেনস্থা, ইত্যাদি অপরাধ থেকে আমাদের সুরক্ষিত রাখার জন্য এবং এই অপরাধীদের শাস্তি দেবার জন্য।

- লোকে যাতে আইন মান্য করে তা সুনিশ্চিত করা, যেখানে যেখানে আইন অমান্য করা হয়েছে, সেগুলোকে তদন্ত করে দেখা, এগুলোও পুলিশের প্রাথমিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তদন্ত চলাকালীন, প্রমাণ জোগাড় করে, সেগুলোর সাহায্যে পুলিশ কেসটাকে আদালতে পেশ করার জন্য সাজায়, যাতে দোষী যথাযোগ্য শাস্তি পায়।

- পুলিশের একটা বড় দায়িত্ব হলো, দেশের সর্বত্র যাতে আইনশৃঙ্খলা বজায় থাকে, তার দিকে খেয়াল রাখা। সেজন্য তারা সবজায়গা থেকে তথ্য জোগাড় করে যে, চারদিকে কোথায় কি ঘটছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, যদি দুই পড়শির মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হয়, অনেকসময় সেটা বাড়তে বাড়তে বাড়ির বাইরে এসে পড়ে। তখন সেখানে চারপাশ থেকে লোক জুটে গণ্ডগোল আরো বাড়িয়ে তোলে, আর পুরো পরিস্থিতিটাই হাতের নাগালের বাইরে চলে যায়। পুলিশকে তাই সবসময় চোখ-কান খোলা রাখতে হয়, যাতে কোন সমস্যা হাতে বাইরে চলে না যায়।

- পুলিশের দায়িত্ব হলো খেয়াল রাখা, যাতে রাস্তাঘাট, সর্বজনীন স্থানগুলো নিরাপদ আর সুশৃঙ্খল থাকে। শহরে আর গ্রামে, যানবাহন চলাচলকে নিয়ন্ত্রণ করাও পুলিশের অন্যতম প্রধান ভূমিকা। যদি পুলিশ দেখে রাস্তায় জন্তুজানোয়ারদের কেউ বিরক্ত করছে, আঘাত করছে বা তাদের মেরে ফেলছে, তাহলে পুলিশ সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারে। যে সমস্ত লোক রাস্তা অবরোধ করে, নোংরা করে, লাইসেন্স ছাড়া ফুটপাথে জিনিষ বিক্রি করে, অসভ্যতা করে, মদ খেয়ে মাতলামি করে, বিপজ্জনক জায়গাগুলোকে—যেমন কুয়ো/পাতকুয়োগুলোয় বেড়া না দিয়ে বিপদ ডেকে আনে—তাদেরকেও সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করতে পারে।

2. ভারতবর্ষে কি একটাই মাত্র পুলিশের বাহিনী থাকে?

না। প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব পুলিশ বাহিনী থাকে, যাদের রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং সারা দেশে প্রচুর পুলিশ বাহিনী আছে।

পশ্চিমবঙ্গে, আমাদের দু'ধরণের পুলিশ বাহিনী আছে। একটা হলো পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, অন্যটা কলকাতা পুলিশ। কলকাতা পুলিশ কলকাতার একটা বিরাট অংশের দেখাশুনো করে। আর পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলো দেখাশুনো করে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের একটি বিশেষ বিভাগ আছে, যাকে বলে ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশান ডিপার্টমেন্ট (CID)। এই বিভাগটিকে কখনো কখনো স্পেশাল ব্রাঞ্চ (বিশেষ শাখা) বা তদন্তকারী শাখাও বলা হয়। গুরুতর অপরাধ যেমন জালিয়াতি, দলাদলি সংক্রান্ত অপরাধ (যেখানে পুলিশের হস্তক্ষেপ দরকার), হলে এদের ডেকে পাঠানো হয় তদন্ত করার জন্য।

পুলিশ যে অঞ্চলের দেখাশুনো করে, তাকে বলা হয় 'জুরিসডিকশান', সেই হিসেবে বলা যায় যে, কলকাতা পুলিশের জুরিসডিকশান হলো গোটা কলকাতা শহর আর পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের, গোটা রাজ্যটা। এই জুরিসডিকশানগুলোকে আবার ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা যায়। সবচেয়ে ছোট জুরিসডিকশান হলো স্থানীয় থানাগুলো।

3. পুলিশ কি যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারে?

আদৌ তা পারে না। তারা আইনমাফিক কাজ করতে বাধ্য। অনেক ধরণের আইন আছে, তার মধ্যে পুলিশ যে আইন নিয়ে কাজ করে তাকে বলে ফৌজদারি আইন।

- বেশিরভাগ অপরাধই ভারতীয় দণ্ডবিধির আওতায় পড়ে। তার মধ্যে প্রায় 300 রকমের অপরাধ আছে যেমন—খুন, চুরি, জালিয়াতি, অপহরণ, ডাকাতি, রাহাজানি, জুলুমবাজি, নারী নির্যাতন ইত্যাদি। অন্যান্য আইনের আওতাভুক্ত অপরাধগুলো হলো মাদকদ্রব্য পাচার, অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য মজুত করে রাখা, তফশিলি উপজাতিদের উপর নির্যাতন, সাইবার অপরাধ ইত্যাদি।

- পুলিশ আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন নিয়ে কাজ করে, যাকে বলা হয় অপরাধ দণ্ডবিধির কার্যপ্রণালী। এটি পুলিশকে অপরাধ দমন করা, অপরাধের তদন্ত করা, সন্দেহভাজন অপরাধীদের সনাক্ত করা, প্রমাণ জোগাড় করা, কোনো ব্যক্তি দোষী না নির্দোষ, এগুলো বুঝতে সহায়তা করে।

এটা জানা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, পুলিশ এইসব নিয়মনীতি, ফৌজদারী আইনের পদ্ধতি, অন্যান্য আইন সবই খুব কঠোরভাবে পালন করে।

- যে কোন পুলিশ অফিসার যদি কোন অপরাধ করে, তাহলে অন্যান্য ব্যক্তির মতোই আদালতে পেশ করা হবে এবং তার বিচার হবে।
- যদি কোন পুলিশ অধিকর্তা নিজেদের কর্তব্য পালন না করেন, রূঢ় বা খারাপ ব্যবহার করেন তাহলে তাদের নিয়মমাফিক শাস্তি দেবেন ঊর্ধ্বতন পুলিশ অধিকর্তা।

4. শিশুদের জন্য কোন বিশেষ আইন আছে কি?

শিশুদের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আইন হলো জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন অ্যাক্ট), 2015। এই আইনে "শিশু" বলতে বোঝানো হয়েছে 18 বছরের কমবয়সীদের। এই আইন পুলিশ এবং সমস্ত দায়িত্বশীল প্রাপ্তবয়স্কদের বলে দেয় শিশুদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে।

এই আইনে শিশুদের সাথে 'শিশুবান্ধব' কিছু পদ্ধতি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এই আইনে 2 ধরণের শিশুকে এই আইনের আওতায় আনা হয়েছে:

- আইনের চোখে অপরাধী শিশু: যেসব শিশু কোন অপরাধ করেছে। এদের দেখাশুনো করে একটি বিধিসম্মত সংস্থা, যার নাম "জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড।"
- যত্ন ও সুরক্ষায় প্রয়োজন যে সব শিশুর: পরিত্যক্ত/অবহেলিত বা কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার, ঝুঁকিপ্রবণ বা অপরাধের শিকার শিশুরা এর আওতাভুক্ত। এইসব শিশুদের দেখাশুনা করার জন্য যে বিধিসম্মত সংস্থাটি আছে, তার নাম "চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি"।

শিশুদের জন্য কয়েকটি বিশেষ আইন:

- **শিশু বিবাহ প্রতিরোধ আইন, 2006:** এই আইন মেয়েদের 18 বছর আর ছেলেদের 21 বছরের নীচে বিয়ে দেওয়া প্রতিরোধ করে।
- **যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন, 2012:** এই আইনের মূল লক্ষ্য শিশুদের (মেয়ে এবং ছেলে) সব ধরণের যৌন অপরাধ এমনকি, ইন্টারনেটের মাধ্যমে হওয়া যৌন অপরাধ থেকে সুরক্ষা দেওয়া।
- **শিশু শ্রম (নিষিদ্ধকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ) সংশোধন আইন, 2016:** এই আইন 14 বছর বয়স অবধি শিশুদের যে কোন কর্মক্ষেত্রে কাজ করা নিষিদ্ধ করে। এছাড়া কিশোরী/কিশোরদের যে কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যোগদান নিষিদ্ধ করে। এই আইনের আওতায় যে যে ব্যবস্থাগুলো আছে, সেগুলো না মানলে কঠোর শাস্তি পেতে হতে পারে।

- **অনৈতিক পাচার (প্রতিরোধ) আইন, 1956:** এই আইন, নারী ও শিশুদের ব্যবসার কারণে যৌন শোষণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই আইন ভঙ্গ করলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে।

5. পুলিশরা কেন উর্দি পরেন?

পুলিশ অফিসারেরা একটি স্বতন্ত্র ধরণের পোশাক পরেন, যার ফলে সবাই তাদের চিনতে পারে। ভারতে পুলিশ বাহিনীর পোশাক সাধারণতঃ খাকি বা নীল বা সাদা রঙের হয়। পুলিশের উর্দির অংশ হলো টুপি, বেল্ট এবং কাঁধের তারাগুলো— যেগুলো তাদের পদমর্য্যাদার এবং তারা কোন বাহিনীর অন্তর্গত, সেটি বুঝতে সহায়তা করে। পুলিশ অফিসারদের বুকের উপর তাদের নাম লেখা থাকবে, এটাও তাদের পোশাকের একটি অঙ্গ।

6. পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত কে?

- দি ডিরেকটার জেনারেল অফ পুলিশ বা DGP হলেন রাজ্য পুলিশের সর্বোচ্চ অফিসার।
- প্রতি জেলায় একজন সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ আছেন, যিনি জেলার সবচেয়ে উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার।
- প্রতিটি পুলিশ থানায় একজন অফিসার-ইন-চার্জ (OC) থাকেন যিনি থানার সর্বোচ্চ পদে থাকেন। এটাও জানা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রতিটি পুলিশ থানায় একজন করে শিশু কল্যাণ পুলিশ অফিসার থাকেন, যিনি থানার দ্বিতীয় উচ্চপদে আছেন।

7. আমি কি পুলিশকে আমার পারিবারিক সমস্যা মেটানোর জন্য অনুরোধ করতে পারি?

এটা নির্ভর করে সমস্যাটা কিরকম, তার উপর। যদি পরিবারে এমন কিছু ঘটে, যাকে নির্যাতন বলা যায়—নারী ও শিশুদের মারধর করা হচ্ছে বা শিশু যৌন নির্যাতন হচ্ছে, বা অনধিকার প্রবেশ করা হচ্ছে, তাহলে পুলিশ অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবে বা তোমায় সাহায্য না করে ফিরিয়ে দিতে পারবে না বা বলতেও পারবে না, এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু যদি কোন মেয়ে বা ছেলে এমন একটা জীবিকা বেছে নেয় যা তাদের অভিভাবকদের অপছন্দ, তাহলে পুলিশ অবশ্যই সেই ব্যাপারে মীমাংসা করবে না। কারণ এটা একেবারেই পারিবারিক বিষয়।

8. যদি আমি পুলিশকে কোন অপরাধ সম্পর্কে জানাতে চাই, তাহলে আমি কি করবো?

ভারতবর্ষে, অপরাধকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—‘‘আদালতগ্রাহ্য’’ এবং ‘‘ আদালতগ্রাহ্য নয়’’।

- একটি ‘আদালতগ্রাহ্য’ অপরাধ বলতে অপহরণ, খুন, ধর্ষণ, দাঙ্গাবাজি, ডাকাতি ইত্যাদি—যার মানে পুলিশ যে অপরাধ সম্পর্কে সরাসরি দেখাশুনো

করতে পারে, FIR দায়ের করতে পারে এবং তদন্ত শুরু করতে পারে।

- ‘আদালতগ্রাহ্য নয়’ অপরাধ বলতে চুরি-চামারি, জালিয়াতি, রাহাজানি, ভেজাল খাবার, বহুবিবাহ, সর্বজনীন জায়গায় গণ্ডগোল করা ইত্যাদিকে বোঝায়। অর্থাৎ, তদন্ত একমাত্র তখনই শুরু হবে, যখন আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগ নেবেন এবং অবাধ পুলিশকে তদন্ত করতে নির্দেশ দেবেন।

অর্থাৎ, এর থেকে বোঝা গেল যে, যে সমস্ত অপরাধের ক্ষেত্রে দ্রুত নিষ্পত্তি হবার প্রয়োজন, সেগুলো সরাসরি পুলিশের কাছে যাবে, আর বাকিগুলো ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাবে।

যদি ‘ আদালতগ্রাহ্য’ অপরাধ সম্পর্কে অভিযোগ জানাতে চাও, তাহলে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে একটা FIR করবে। FIR-এর পুরো মানে হলো ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট। মনে রেখো, FIR হলো, পুরো ঘটনার সপক্ষে তোমার বক্তব্য—পুলিশের বক্তব্য নয়। পুলিশের কাজ হলো, তোমার বক্তব্যকে হুবহু লেখা। আইন অনুযায়ী পুলিশ তোমার এই বক্তব্যে কিছু যোগ করতে বা বাদ দিতে পারবে না। পুলিশ তোমার বক্তব্যটা সঠিক লিখেছে কিনা, সেটা বোঝার জন্য তিনি FIRটি পুরোটা পড়ে শোনাবেন। যদি তুমি দেখো সবকিছু ঠিক আছে, তাহলেই তুমি তার তলায় সই করে দেবে। এই FIRএর একটা প্রত্যয়িত কপি পুলিশ তোমায় বিনামূল্যে দেবে। FIRটা নথিভুক্ত হয়ে যাবে FIR খাতায়। একটা কপি যাবে পুলিশের ঊর্ধ্বতন অফিসারের কাছে আর একটা চলে যাবে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে।

যদি তুমি পুলিশের কাছে ‘ আদালতগ্রাহ্য নয়’ নিয়ে অভিযোগ জানাতে যাও, তাহলে পুলিশের কর্তব্য প্রথমে মন দিয়ে তোমার কথা শুনে, সেই তথ্যগুলোকে ‘জেনারেল ডাইরি’ হিসেবে নথিভুক্ত করা, তারপর তার সই করা একটা কপি বিনামূল্যে তোমায় দেওয়া। পুলিশ তোমাকে এই ডাইরির কপি নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যেতে নির্দেশ দেবে।

9. FIRএ যাদের নাম আছে, পুলিশ কি তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করবে?

না, তারা সবাইকে গ্রেপ্তার করতে পারে না। শুধুমাত্র নাম থাকলেই তাকে গ্রেপ্তার করা যায় না। পুলিশ যদি মনে করে, যার/যাদের নাম আছে, তাদের অপরাধ করার যথেষ্ট জোরালো কারণ আছে, তবেই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করবে।

FIRএর ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করবে। তদন্তের জন্য পুলিশ যার উপর অপরাধ হয়েছে তার সাথে এবং ঘটনার সাক্ষীদের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারে। পুলিশ বক্তব্যও রেকর্ড করতে পারে—এমনকি মারা যাচ্ছেন এমন ব্যক্তির শেষ বক্তব্য, অপরাধের সাথে জড়িত জিনিসপত্র ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য এবং মৃতদেহ পোস্ট মর্টেমের জন্য পাঠাতে পারে।

পুরো তদন্তের শেষে পুলিশের অফিসার-ইন-চার্জ একটা সম্পূর্ণ বয়ান তৈরি করবে, যাকে বলা হয় ‘চালান’ বা ‘চার্জ-শীট’।

10. যদি আমার অভিযোগ আদালতগ্রাহ্য অপরাধ সম্পর্কিত হয়, কিন্তু পুলিশ অফিসার অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে, তাহলে আমি কি করব?

এমনটা যদি হয়, তাহলেও তুমি তোমার অভিযোগ পুলিশের ওপর মহলে/পুলিশ প্রধানের কাছে বা নিকটস্থ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যেতে পারো। তারাই থানাকে নির্দেশ দেবে অভিযোগটি গ্রহণ করার জন্য। তোমার অভিযোগ জায়গা মতো নথিভুক্ত হবে সেটা সুনিশ্চিত করতে সবচেয়ে ভালো হলো নিজের হাতে করে অভিযোগটি জমা দেওয়া ও তার একটা রসিদ নিয়ে নেওয়া। যদি ডাকযোগে পাঠাতে হয়, তাহলে রেজিস্টার AD করে পাঠানো, যাতে পাঠানোর প্রমাণ থাকে তোমার কাছে। রসিদগুলো খুব যত্ন করে রেখে দেবে।

11. যদি ধারে-কাছে কোন পুলিশ অফিসার না থাকে, বা যদি পুলিশ সাহায্য করতে না চায়, তাহলে কি জনগণ কোন চোর বা অপরাধী ধরলে নিজেরাই সাজা দিতে পারবে?

‘হ্যাঁ’ও বটে আবার ‘না’ও বটে। ‘‘নাগরিক গ্রেপ্তার’’-এর আওতায় যে কোন অপরাধীকে ধরে তাকে নিকটবর্তী থানায় অবশ্যই নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু এর বাইরে আর কিছু না। তাকে মারধর করা বা যারা মারছে, তাদের সাথে হাত মেলানো-এর কোনটাই করা যাবে না।

भारतीय डाक
India Post
MONEY ORDER
STAMP

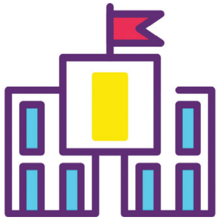

পরিদর্শন ৩: ডাকঘর

শিক্ষণীয় বিষয়

পরিদর্শনের আগে	পরিদর্শন চলাকালীন	পরিদর্শনের পরে
সময়: 45 মিনিট	**সময়: 1 ঘণ্টা**	**সময়: 45 মিনিট**
1. ডাকঘর কার? 2. আমরা ডাকবাক্সে চিঠি দেবার পর কি হয়? 3. চিঠির উপর স্ট্যাম্প কেন দিতে হয়? 4. যার নামে চিঠি তার কাছেই যেন পৌঁছায়, এটা কে সুনিশ্চিত করে? 5. কি করে সঠিকভাবে পুরো ঠিকানা লিখতে হয়? 6. PIN কোড কাকে বলে আর এর প্রয়োজনীয়তা কি? 7. কি করে একটি খামের উপর ঠিকানা লেখা যায়?	1. ডাকঘরের প্রতিটা কাউন্টার/বিভাগ, কর্মীদের সাথে পরিচয় করান 2. একটা চিঠি বা পার্সেলের ওপর কটা স্ট্যাম্প লাগানো হবে, সেটা ডাকঘর কেমন করে হিসাব করে? 3. ডাকঘরের অন্যান্য পরিষেবাগুলোর সাথে পরিচয় করান ক. স্বল্প সঞ্চয় খ. বীমা গ. টাকা লেনদেন	1. যোগদানকারীদের 4 জন করে ছোট ছোট দলে ভাগ করে চার্ট পোর আর পেন দিয়ে দিন। 2. প্রতি দলকে দশ মিনিট সময় দিয়ে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখতে বলুন চার্ট পেপারে। ক. ডাকঘরের অন্ততঃ তিনটি পরিষেবা কী কী খ. PIN কোড কেন আবিষ্কার হয়েছিল তার অন্ততঃ তিনটে কারণ গ. খামের উপরে সঠিকভাবে ঠিকানা লেখার পদ্ধতি বর্ণনা করা ঘ. চিঠি ডাকবাক্সে দেবার পর কী কী হয়, তার অন্ততঃ চারটি ধাপের তালিকা 3. দশ মিনিট বাদে, প্রতিটি দল ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে এসে নিজেদের প্রশ্ন জোরে জোরে পড়বে, তার সাথে সাথে উত্তরগুলোও। তারপর উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবে। অন্যদলগুলো যদি কিছু যোগ করার থাকে, সেগুলো জুড়বে। 4. সবার উপস্থাপনার শেষে সহায়িকা পুরো অধিবেশনটাকে শেষ করবেন।

প্রসঙ্গ সম্পর্কিত সামগ্রী

1. ডাকঘর কার?

ভারতবর্ষে, অন্যান্য যে কোন দেশের মতোই, ডাকঘরগুলি সরকারের অধীনস্থ। ''ভারতীয় ডাক'' বা "India Post" এই নামে কমপক্ষে 15 লক্ষ ডাকঘর আছে।

সব ডাকঘর কিন্তু আবার এক রকমের হয়না। তাদের মাপ, অবস্থান এবং তারা কি ধরণের কাজ সামলায় তার উপর নির্ভর করে হেড অফিস (মূল ডাকঘর) বা উপ ডাকঘর বা শাখা ডাকঘর—এইভাবে তাদের ভাগ করা হয়।

যে কোন ডাকঘরের প্রধানকে বলা হয় পোস্ট মাস্টার।

2. ডাক বাক্সে চিঠি ফেলার পর কি হয়?

চিঠি বা কোন পার্সেল লোকে হয় ডাকবাক্সে ফেলে দেয়, নয়তো সরাসরি ডাকঘরে গিয়ে জমা করে দেয়।

ডাকঘরে, ডাক বিভাগের কর্মীরা চিঠির মান অনুযায়ী তাদের আলাদা আলাদা করে। চিঠিগুলো একটা মেশিনের মধ্যে দিয়ে পাঠানো হয়, যেখানে ডাকটিকিটগুলোকে 'বাতিল' করা হয়। এই বাতিল করার মানে হলো ডাকটিকিটের উপর মেশিন কয়েকটা লাইন টেনে দেয়, যাতে এই টিকিটগুলো আবার করে ব্যবহার করা না যায়। এই মেশিন খামের উপর তারিখ, সময় আর যে জায়গায় বসে টিকিট মারা হয়েছে, সেই জায়গার নাম ছেপে দেয়। একে বলা হয় 'পোস্টমার্ক'।

ডাককর্মীরা এরপর চিঠিগুলোকে গন্তব্যস্থলের হিসেবে আলাদা করে নেয় (অর্থাৎ চিঠি কোথায় যাবে)। আলাদা তারা হাতেও করতে পারেন, আবার মেশিনের সাহায্যেও করতে পারেন। তারপর চিঠিগুলোকে বাণ্ডিল হিসেবে বেঁধে, শক্তপোক্ত চটের ব্যাগে ভরে দেওয়া হয়। এই বস্তাগুলোতে গন্তব্যস্থল অনুযায়ী নাম লিখে রাখা হয়।

ডাকবিভাগের কর্মীরা চিঠিগুলোকে তাদের গন্তব্যে পাঠিয়ে দেবার জন্য লরি, ট্রেন, জাহাজ বা বিমান ব্যবহার করেন। সারা পৃথিবীর ডাকব্যবস্থা একে অন্যকে সহায়তা করে, যাতে চিঠিগুলো সময়মতো অন্যদেশেও পৌঁছে যেতে পারে। গন্তব্যে পৌঁছে, ডাকবাহকেরা/পিওন ঠিকানা অনুযায়ী চিঠি পৌঁছে দেয়। ডাকবাহকেরা বেশিরভাগই হেঁটে চিঠি বিতরণ করেন, কিন্তু অনেকে আবার ছোট ছোট চিঠিবাহী ট্রাকও ব্যবহার করেন।

সুতরাং, যাদের আমরা বাড়ি বাড়ি চিঠিপত্র বিলি করতে দেখি সেই ডাকপিওন ছাড়াও ডাকবিভাগের এক বিশাল সেনাবাহিনী আছে, যারা নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে যাতে সামান্য একটা পোস্টকার্ড বা ছোট্ট একটা পার্সেলও সুনিশ্চিতভাবে, সঠিক জায়গায় পৌঁছে যায়।

3. চিঠির উপর স্ট্যাম্প বা ডাকটিকিট কেন লাগাতে হয়?

ডাকটিকিট হলো ছোট্ট আঠা লাগানো এক টুকরো কাগজ যা ডাকঘরে কিনতে পাওয়া যায়। এই টিকিট আমরা খাম বা পার্সেলের গায়ে লাগাই।

ডাকটিকিট কেনার জন্য আমরা যে দাম দিই, সেটা আসলে চিঠিগুলো ডাকঘর থেকে যার কাছে যাবে, সেই অবধি পাঠানোর খরচ।

4. চিঠিগুলো সঠিক জায়গায় পৌঁছচ্ছে কিনা, সেটাকে সুনিশ্চিত করবেন?

চিঠিগুলো সময়মতো আর জায়গামতো পৌঁছলো কিনা, সেটা দেখার দায়িত্ব ডাকঘরের। কিন্তু এটা তখনই ঠিকঠাকভাবে হবে, যদি পত্রপ্রেরক হিসেবে আমরা নীচের বিষয়গুলোর দিকে নজর রাখি:

1. যার কাছে চিঠি যাবে, খামের ওপরে তার নাম এবং ঠিকানা নির্ভুলভাবে লেখা থাকে।
2. চিঠির জন্য যে মূল্যের ডাকটিকিট দরকার, সেটাই লাগানো হবে।
3. ভারতীয় ডাকব্যবস্থায় অনুমোদন নেই এমন কিছু জিনিস চিঠির সাথে বা পার্সেলে যাতে না পাঠানো হয়।

5. কি করে একটা ঠিকানা নির্ভুলভাবে পুরোপুরিভাবে লেখা যায়?

শহরে আর শহরতলীর ঠিকানা আর গ্রামের ঠিকানা লেখার মধ্যে একটু তফাৎ আছে। শহর বা শহরতলীর প্রতি রাস্তার একটা নির্দিষ্ট নাম আর প্রতি বাড়ির যেহেতু নাম এবং নম্বর আছে, সেইহেতু এই তফাৎটা হয়। গ্রামগুলো যেহেতু ছোট এলাকা জুড়ে থাকে, সেইহেতু কোন নির্দিষ্ট রাস্তার নাম বা নির্দিষ্ট বাড়ির নম্বর থাকে না।

শহরে বসবাসকারী যদি তোমার কোন বন্ধুকে তুমি চিঠি লেখ তাহলে তোমার লেখা ঠিকানাটা হবে:

1. তোমার বন্ধুর নাম
2. বাড়ির নম্বর/নাম, রাস্তার নাম
3. অঞ্চলের নাম
4. শহরের নাম (PIN কোড সহ)
5. জেলার নাম
6. রাজ্যের নাম

তোমার বন্ধু গ্রামাঞ্চলে থাকলে তোমার লেখা ঠিকানা হবে—

1. তোমার বন্ধুর নাম
2. বাড়ির নম্বর (যদি থাকে), রাস্তার নাম (যদি থাকে)
3. গ্রামের নাম ও থানা
4. সেই অঞ্চলের ডাকঘরের নাম এবং PIN কোড

5. তালুক বা তহশিলের নাম

6. জেলা ও রাজ্যের নাম

6. PIN Code কাকে বলে? এর প্রয়োজনীয়তা কি?

PIN বলতে পোস্টাল ইন্ডেক্স নাম্বারকে বোঝায়। এটি একটি 6 সংখ্যার নম্বর, যার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, কোন ডাকঘরে আমাদের চিঠি বা পার্সেলগুলো পাঠানো হবে। নীচে এ বিষয়ে বর্ণনা করা হলো:

- প্রথম সংখ্যা: প্রথম সংখ্যাটি ডাক অঞ্চলকে নির্দেশ করে। যা 1 থেকে 9 অবধি ক্রমসংখ্যায় আছে। পশ্চিমবঙ্গ 7 নম্বর ডাক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। 7 নম্বর অঞ্চলে আছে আরো রাজ্য যেমন ওড়িশা,অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, আসাম, সিকিম।

- দ্বিতীয় সংখ্যা: প্রতিটি ডাক অঞ্চলকে আবার কতগুলো উপবিভাগে ভাগ করা হয়। দ্বিতীয় সংখ্যাটি উপবিভাগকে নির্দেশ করে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য এই সংখ্যাগুলো 0 থেকে 4 অবধি বিস্তৃত।

- তৃতীয় সংখ্যা: তৃতীয় সংখ্যাটি দিয়ে যে ডাকঘরে এইসব চিঠিপত্র বাছাই করা হয়, তার ভৌগোলিক অঞ্চলটিকে বোঝায়। পশ্চিমবঙ্গে, কলকাতার G.P.O. বা জেনারেল পোস্ট অফিস হল সেই নির্বাচনকারী ডাকঘর।

- শেষ দুটি সংখ্যা: স্বতন্ত্র পোস্ট অফিস: পঞ্চম আর ষষ্ঠ সংখ্যা দুটো একসাথে সেই বিশেষ ডাকঘরকে বোঝায়, চিঠি পৌঁছানোর ঠিকানাটি যে এলাকার মধ্যে পড়ে।

কিন্তু, আমাদের কোড বা সঙ্কেত সংখ্যার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? আমাদের নিজস্ব নাম আছে, আমাদের বাড়ির নম্বর বা নাম আছে, আমরা যেখানে থাকি সেই রাস্তারও নাম আছে। আমাদের শহরতলী আর গ্রামেরও নাম ইত্যাদি আছে। তাহলে কোড আলাদা করে কি উদ্দেশ্য সাধন করবে?

- ভারতবর্ষ সুবিশাল দেশ। এখানে কমপক্ষে 8,000 শহর আর নগর আছে আর অন্ততঃ 6.5 লক্ষ গ্রাম। এগুলো আমাদের দেশের 29টা রাজ্য আর 7টা কেন্দ্রশাসিক অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। তাই একই নামের একের বেশি জায়গা থাকার সম্ভাবনা আছে কি?

  অবশ্যই আছে এবং যথেষ্ট বেশি সম্ভাবনাই আছে। পশ্চিমবঙ্গে যেমন দুর্গাপুর আছে, মহারাষ্ট্রেও আছে। পশ্চিমবঙ্গের মতো বিহারেও ইসলামপুর আছে। পশ্চিমবঙ্গে বহরমপুর আছে। উড়িষ্যাতেও একই নামের জায়গা আছে। এতো মাত্র কয়েকটি উদাহরণ, এমন আরো অনেকই আছে।

- আরো সমস্যা আছে। পশ্চিমবঙ্গে কেউ কেরালার কাউকে চিঠি লিখল। সেই টিকানাটা বাংলায় লেখা বলে কেরালার ডাকপিওন সেটা পড়তে পারবে না।

- তৃতীয় গণ্ডগোলের বিষয় হলো জায়গার নামের বানান। ইংরাজীতে লেখার সময়কেউ হয়তো লিখল পশ্চিম মেদিনীপুর আর অন্যজন লিখল পশ্চিম মিদনাপুর। আলিপুরদুয়ার কি দুটো শব্দ, নাকি একটাই? কোচবিহার নাকি কুচবিহার?

এই সমস্ত বিভ্রাট এড়ানোর জন্য PIN Codeএর ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল 1972 সালে।

এছাড়া যখন চিঠিগুলো বাছাই করা হয়, তখন ডাকপিওনের পক্ষে 6 সংখ্যার কোডটিকে পড়া অনেক সহজ হয়। চার/পাঁচ লাইনের ঠিকানা পড়া আর কোন ডাকঘরে এই চিঠিটাকে পাঠানো হবে, সেটা বোঝা বরং অনেক কঠিন। আজকাল বড় বড় ডাকঘরগুলোয় চিঠি বাছাই করতে মানুষের প্রয়োজন হয় না, সবটাই মেশিনের সাহায্যে হয়। সেই যন্ত্র খুব সহজেই 6 সংখ্যা বিশিষ্ট পিন কোডটি পড়ে নেয় আর চিঠিগুলো ঠিক জায়গামতো চলে যায়।

7. যখন কোনো কিছু পোস্ট করছি, তখন তাতে কটা ডাকটিকিট লাগবে, তা কেমন করে বুঝবো?

ডাকটিকিট লাগানো খুব সোজা। কিন্তু কোন ডাকটিকিট আর কটা লাগবে, এটা বোঝা খুবই মুশকিল।

ভারতীয় ডাকব্যবস্থা চিঠি পাঠানোর খরচ হিসাব করে খামের/পার্সেলের ওজন দেখে, কতটা দূরত্ব যাবে গন্তব্যস্থলে পৌঁছনোর জন্য ইত্যাদি দেখে। অবশ্যই, একটা পোস্টকার্ড, খামে চিঠি পাঠানোর চেয়ে অনেক কম খরচসাপেক্ষ। আবার চিঠি পার্সেলের চেয়ে কম দামী। ঠিক কত টাকার, কটা টিকিট লাগবে, সেটা ডাকঘরে জিজ্ঞেস করে নেওয়াটাই ভাল।

টিকিটের খরচ আবার নির্ভর করে কত তাড়াতাড়ি জিনিসটা পৌঁছতে চাইছি তার উপর। উদাহরণ:- সাধারণত, চিঠি পাঠালে, তা জায়গামতো পৌঁছতে 4-6 দিন সময় লেগে যায় (ভারতের মধ্যে)। তবে যদি তোমার যদি খুব তাড়া থাকে, তাহলে বেশি পয়সা দিয়ে ডাকঘরকে অনুরোধ করলে, তারা সেই ব্যবস্থা করেন।

যদি তুমি তোমার চিঠি/পার্সেল জায়গামতো পৌঁছেছে কিনা, তার প্রমাণ চাও, তাহলে তুমি তোমার চিঠি/পার্সেল "রেজিস্টার্ড পোস্ট" হিসেবে পাঠাতে পারো। এভাবে চিঠি পাঠালে যার কাছে চিঠি যাচ্ছে, তিনি প্রাপ্তিস্বীকার করে রসিদে সই করে দেবেন। এই সই করা রসিদ ডাকঘর তোমায় ফেরৎ দেবে। এই সুবিধা পাবার জন্য তোমায় অবশ্যই বেশি টাকা খরচ করতে হবে।

যদি তুমি পার্সেলে করে মূল্যবান কোনো কিছু পাঠাতে চাও, তাহলে তোমায় সেই পার্সেলটি তোমায় বীমা করিয়ে নিতে হবে। এর ফলে, যাতায়াতের সময় কোন পার্সেল যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ও, ডাকবিভাগ তোমাদের কিছু পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেবে, যাইহোক, বীমার পয়সা তোমাদেরই দিতে হবে, যেটা চিঠির খরচের সাথে আলাদা করে যোগ হয়ে যাবে।

তোমরা চিঠি ‘‘ভ্যালু পেয়েবল্ পোস্ট’’ এর মাধ্যমেও পাঠাতে পারবে। ‘ভ্যালু পেয়েবল্ পোস্ট’ একটি জটিল শব্দ কিন্তু এর মানেটা খুবই সোজা। তুমি চিঠিতে কোন ডাকটিকিটই লাগবে না। যার কাছে চিঠি যাবে, সে টাকা দিয়ে চিঠিটি নেবে। এর জন্য অবশ্য অনেক কাগজপত্র সই ইত্যাদি করতে হবে। তোমার ডাকঘর নইলে এই ধরনের চিঠি/পার্সেল সহজে গ্রহণ করবে না।

8. কিভাবে খামের উপর ঠিকানা লিখব?

1. যাকে পাঠানো হবে, তার নাম আর ঠিকানা খামের নীচের দিকে, মাঝামাঝি জায়গায় লিখতে হবে।
2. নীচে বাঁ দিকে নিজের নাম আর ঠিকানা লিখবে।
3. উপরে ডানদিকে ডাকটিকিট লাগাবে।

যে পাঠাচ্ছে, তার নাম, ঠিকানা লেখাটা অবশ্য খুব জরুরি নয়। কিন্তু থাকলে ভালো হয়। যদি কোন কারণে চিঠি জায়গামতো না পৌঁছয়, বা কোন ভুলত্রুটি হয়, তাহলে তোমার ঠিকানায় চিঠি ফিরে আসতে পারবে। তোমার ঠিকানা না থাকলে, ভুল শোধরানোর কোন উপায়ই থাকবে না। নীচের কারণগুলোর জন্য চিঠি আবার প্রেরকের কাছে ফেরৎ আসতে পারে:-

- ঠিকানা ভুল বা আদৌ নেই
- ডাকটিকিটের মূল্য কম, বা ডাকটিকিট লাগানো নেই
- যার কাছে চিঠি যাচ্ছে, তার ঠিকানা পাল্টেছে এবং নতুন কোন ঠিকানা পাওয়া যায়নি।
- প্রাপক চিঠি/জিনিসটি নিতে অস্বীকার করেছেন।

9. তুমি কি জানো যে তুমি ডাকঘরের মাধ্যমে টাকা লেনদেন করতে পারো?

কম পরিমাণের টাকা কাউকে পাঠাতে গেলে সবচেয়ে সোজা উপায় হলো ‘মানি অর্ডার’, করে দেওয়া। মানি অর্ডার করার জন্য একটা ফর্ম পূরণ করতে হয়। প্রাপকের নাম-ঠিকানা দিয়ে, আর টাকাটা ডাকঘরের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিতে পারো। যার নামে টাকা পাঠাচ্ছো, সেখানকার ডাকঘর তোমার পাঠানো টাকাটা নগদ হিসেবে প্রাপককে দিয়ে দেবে। যে সব ডাকঘরে এখন ইন্টারনেটের সুবিধা আছে, সেখানে এই ফর্মটা অনলাইনেও পূরণ করা যায়।

10. চিঠি আর টাকা পাঠানো ডাকঘরের কাজ কি এইটুকুই?

একেবারেই না। ডাকঘর আরো অনেক পরিষেবা দেয়—যেমন:-

- সঞ্চয় প্রকল্প—যেমন সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট, পুনরাবৃত্তি বা রেকারিং জমা, সময় আমানত, মাসিক আয় প্রকল্প, পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড, জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট, কিষাণ বিকাশ পত্র এবং বরিষ্ঠ নাগরিকদের সঞ্চয় প্রকল্প।

- ভারতীয় ডাক ব্যবস্থা, ডাক জীবন বীমা আর গ্রামীণ ডাক জীবন বীমার মাধ্যমে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করে। এই বীমার জন্য যে টাকা প্রিমিয়াম দিতে হয়, সেটি বাজারে সবচেয়ে কম টাকা।
- সেনা ডাক পরিষেবা: ভারতীয় ডাক বিভাগ এই পরিষেবা দেয় ভারতীয় সেনাদের জন্য একেবারে সুলভ মূল্যে। সেনাদের চিঠি/পার্সেল ভারতের মধ্যে এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চল বা বিদেশে পাঠানো হয় দ্রুত আর খুবই কম দামে। সেনাবিভাগের আধিকারিকদের যুদ্ধাঞ্চলে পর্যন্ত ডাকবিভাগের পরিষেবা মেলে। অনেকক্ষেত্রে এই সবই হয় বিনামূল্যে।
- সরকারী পরিষেবা যেমন আধার কার্ড, প্যান কার্ড, যানবাহন নথিভুক্তিকরণ, একশো দিনের কাজের টাকা দেওয়া—এইসবের জন্য ডাকঘরে আলাদা একটা বিভাগই থাকে।

DARJEELING
JALPAIGURI
COOCH BEHAR
UTTAR DINAJPUR
DAKSHIN DINAJPUR
MALDA
MURSHIDABAD
PURULIA

পরিদর্শন ৭: ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর

শিক্ষণীয় বিষয়

পরিদর্শনের আগে	পরিদর্শন চলাকালীন	পরিদর্শনের পরে
সময়: 45 মিনিট	**সময়: 1 ঘণ্টা**	**সময়: 45 মিনিট**
1. কেন ভূমি অত্যন্ত মূল্যবান একটি সম্পদ? 2. কি করে ভূমি বা জমি পাওয়া যায়? 3. মেয়েরা কি ভূমির উত্তরাধিকারী হয়? 4. মেয়েদের অধিকার স্বীকার করে যে আইন, তার নাম কি?	1. ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের অফিস ও বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তর 2. 'ভূমি সংস্কার' কথাটির তাৎপর্য 3. ব্লক ভূমি আর ভূমি সংস্কার কার্যালয়ের কাজগুলি কি কি? 4. ভূমি/জমির মালিকানা প্রমাণ করতে গেলে কি কি ধরণের নথিপত্র লাগে?	1. যোগদানকারীদের চারজন করে ছোট ছোট ছোট দলে ভাগ করে প্রতি দলের হাতে চার্ট পেপার আর পেন দিন। 2. প্রতি দলকে নীচের কাজগুলি করতে দিন এবং তার জন্য দশ মিনিট সময় দিন। ক. কেন ভূমি একটি মূল্যবান সম্পদ–তার অন্ততঃ একটা কারণ খ. ভূমি/জমি কিভাবে পাওয়া যায়, তার দুটি উপায় গ. মেয়েদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার বর্ণনা করা ঘ. সম্পত্তির মালিকানা প্রমাণ করার জন্য অন্ততঃ দুটো নথি ঙ. সরল ভাষায় 'ভূমি সংস্কার' শব্দটিকে বুঝিয়ে দাও। 3. দশ মিনিট বাদে, প্রতিটি দল ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে এসে নিজেদের প্রশ্ন জোরে জোরে পড়বে, তার সাথে সাথে উত্তরগুলোও। তারপর উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবে। অন্যদলগুলো যদি কিছু যোগ করার থাকে, সেগুলো জুড়বে। 4. সবার উপস্থাপনার শেষে সহায়িকা পুরো অধিবেশনটাকে শেষ করবেন।

প্রসঙ্গ সম্পর্কিত সামগ্রী

1. কেন ভূমি একটি মূল্যবান সম্পদ?

ভূমি অতি মূল্যবান সম্পদ–তার নানা কারণ আছে। মানুষ জমিকে নানা কাজের জন্য ব্যবহার করে।

- প্রথমত, আমরা ভূমিকে ব্যবহার করি বাড়িঘর বানানোর জন্য, এটা আমাদের প্রাথমিক চাহিদা
- আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, ভূমিকে ব্যবহার করে অর্থ উপার্জন করা সম্ভব। যেমন–
    - o জমিতে মানুষ কলকারখানা স্থাপন করে এবং সেখানে তৈরি হওয়া জিনিস বিক্রি করে টাকা রোজগার করে।
    - o কৃষকরা জমিতে ধান, গম, তরিতরকারি, ফলমূল এবং অন্যান্য জিনিষ, যা বিক্রি করলে টাকা আসে।
    - o যাদের অনেক জমি আছে, তারা তার কিছু অংশ, কিছুদিনের জন্য ভাড়া নিয়ে তার থেকে টাকা রোজগার করে।
    - o কয়লা, লোহা, সোনা, হীরে–এই সমস্ত মূল্যবান ধাতু জমির নীচ থেকেই পাওয়া যায়।
- পৃথিবীতে প্রাপ্য জমির পরিমাণ খুবই সীমিত, কিন্তু মানুষের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। জনসংখ্যা বাড়লে জমির চাহিদাও বাড়বে, এটাই সত্য।
    - o পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর একভাগ স্থল।
    - o এই একভাগের মধ্যে এমন কিছু অঞ্চল আছে, যেখানে জীবনধারণ কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। যেমন পাহাড়ী এলাকা, মরুভূমি, তীব্র শীতের দেশ যেমন সুমেরু ও কুমেরু বৃত্তের মধ্যে কবে অঞ্চল, জলা আর জলাভূমি ইত্যাদি।
    - o আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই ভূমিভাগ আমাদের ভাগ করে নিতে হবে বন্য এবং গৃহপালিত দুই ধরণের পশুদের সাথেও।

2. কি করে জমি পাওয়া যেতে পারে?

নানাভাবে জমি/ভূমি সহ অন্যান্য সম্পদ পাওয়া যায়।

- কেউ জমি বিক্রয় করলে, সেটি কিনে নেওয়া যায়।
- যদি আমাদের অভিভাবকদের নিজস্ব জমি থাকে, তাহলে কন্যা হিসেবে জমির কিছু অংশ বা পুরোটাই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যাবে।
- অনেক সময় ভূমিহীন, গরীব মানুষদের, বিশেষ অবস্থায়, সরকার থেকে জমি দেওয়া হয়।
- জমির ব্যবহার করতে গেলে তার মালিক হতে হবে, এমন কোন মানে নেই। যেমন:
    - o যদি কোন ব্যক্তি গোটা একটা বাড়ির মালিক না-ও হয়, তাহলে সে কোন বাড়ি ভাড়া করেও থাকতে পারে।
    - o যদি কারুর চাষযোগ্য জমি না-ও থাকে, তাহলেও তারা খানিকটা জমি ইজারা নিয়ে চাষবাস করতেই পারে।

3. মেয়েরা কি উত্তরাধিকার সূত্রে জমি পেতে পারে?

অনেকেই মনে করেন যে মেয়েরা উত্তরাধিকার সূত্রে জমি বা অন্য কোন সম্পদ পেতে পারে না। এই ধারণা একেবারেই ভুল।

এই ভ্রান্ত ধারণা তাহলে এলো কোথা থেকে? এই ধারণা এসেছে এই বিশ্বাস থেকে যে মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলে তারা বাপের বাড়ি থেকে চলে যাবে শ্বশুরবাড়ি। শ্বশুরবাড়িতে স্বামী এবং তার পরিবারের লোকেরাই মেয়ের দেখাশুনোর দায়িত্ব নেবে। তাই বাপের বাড়ি থেকে সে কেন কিছু পাবে?

একটা বিষয়ে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার যে ছেলেরা যেমন বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, মেয়েরাও তাই। 'আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকারী' বলতে বোঝানো হয় যে মেয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়াটা আইনের চোখে অনুমোদিত।

আজকাল, মানুষ বোঝে যে মেয়েরা–সে বিবাহিতই হোক বা অবিবাহিত, তারা মেয়েই থাকে। যেমন ছেলেরা–বিয়ে হোক বা না হোক–ছেলেই থাকে। ভারতে, অন্যান্য অনেক দেশের মতোই, মেয়েরা সম্পত্তির মালিক হতে পারে বা অভিভাবকের সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে পারে–এটা আইনত স্বীকৃত। অন্যভাবে বলতে গেলে মেয়েরাও সম্পত্তির অধিকারিনী।

4. মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার কোন আইন দ্বারা স্বীকৃত?

কোন একটা বিশেষ আইন অনুসারে মেয়েরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়–এমন নয়। আইনের কথায় যাবার আগে আমাদের কয়েকটা বিষয় বোঝা দরকার:

- ঠিক যেমন ছেলে বা মেয়ের 'সম্পত্তির অধিকার' আছে, তেমনি মা বা বাবা, অর্থাৎ যারা সম্পত্তির মালিক–তাদেরও অধিকার আছে তারা যাকে চান, সম্পত্তি তাকে দিয়ে দেবার।

  ছেলে বা মেয়ে বা অন্য কোন আইনি উত্তরাধিকারীর 'সম্পত্তির অধিকার' থাকলেও, সম্পত্তির মালিক যদি 'উইল' করেন—অর্থাৎ লিখিতভাবে জানান যে তাদের ইচ্ছা সম্পত্তি অন্য কেউ পাবে–তাহলে আইনমাফিক উত্তরাধিকারীরা কিন্তু সম্পত্তি পাবে না।

- দ্বিতীয় বিষয়, যেটা মনে রাখা দরকার যে, আইন এবং আইনি পদ্ধতি দুই-ই খুব জটিল আর তাই সম্পত্তির পরিমাণ যা উত্তরাধিকারীরা পেতে পারে, সেটাও নানা বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। এই কারণে এই আলোচনা শুরু করার আগে জানা জরুরী যে:

  - 'হিন্দু পরিবারের উত্তরাধিকার' হিন্দু সাকশেসন আইন, 1956-এর অনুসারে হয়। এই আইনটি সংশোধিত হয়েছে 2005 সালে। এই আইন অনুযায়ী মেয়ের সম্পত্তির অধিকার একজন ছেলেরই সমান।
  - সেই মেয়ে বিবাহিত হোক, বা অবিবাহিত, সবার ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। এই আইন শিখ, বৌদ্ধ এবং জৈন পরিবারের মেয়েদের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য।
  - মুসলমান মেয়েদের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার আইন 'পারসোনাল আইন' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মেয়ে এবং ছেলে দুজনই আইনি উত্তরাধিকারী কিন্তু মেয়েদের ভাগ ছেলেদের ভাগের অর্ধেক।

- খ্রীষ্টানরা ভারতীয় সাকসেশান আইন, 1925 দ্বারা পরিচালিত। এই আইনানুসারে মেয়ে এবং ছেলের সম্পত্তির ভাগ সমান সমান।

5. "ভূমি সংস্কার" বলতে কি বোঝানো হয়?

গোটা বিশ্বের সমস্ত দেশেই সুরক্ষার একটা বড় স্তম্ভ হলো জমি। জমিকে আমাদের আশ্রয়, রোজগার, জীবন-জীবিকা সব কিছুরই বুনিয়াদ হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু জমির অধিকার সবার হলেও জমি সবার মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত নয়।

ভারতে, প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে, জমির মালিকানার বেশির ভাগটাই ছিল জমিদার বা ছোট ছোট জমির মালিকদের হাতে। এদের সবারই সম্পত্তির স্থায়ী অধিকার ছিল। জমিদারেরা লোকেদের তাদের জমিতে থাকতে বা ব্যবহার করতে দিত—পরিবর্তে তাদের থেকে খাজনা নিত। এই খাজনা থেকে তারা সরকারকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিত "ভূমি রাজস্ব" হিসেবে। বাকিটা তারা নিজেদের কাছে রেখে দিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ, জমিদাররা অনেক বেশি খাজনা আদায় করতো তাদের গরীব প্রজাদের কাছ থেকে। এটি অত্যন্ত অন্যায় একটি প্রথা ছিল, কারণ জমিদারেরা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি অর্থ অন্যায়ভাবে সংগ্রহ করত এদের কাছ থেকে।

স্বাধীনতার পর, সরকার জমিদারী প্রথা বিলোপ করে এবং কিছু ভূমি সংস্কার করেন। এই কারণেই, যে দপ্তরটি তোমরা আজ পরিদর্শন করছো, সেই দপ্তরকে বলা হয় "ভূমি এবং ভূমি সংস্কার দপ্তর।" একটা উল্লেখযোগ্য সংস্কার হলো যে প্রতি ব্যক্তি সর্বোচ্চ কতটা জমির মালিকানা পাবে, তার উর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া। তার বেশি জমি থাকলে সরকার তা অধিগ্রহণ করবে এবং সেই জমি ভূমিহীন মানুষদের মধ্যে বিতরণ করবে।

6. ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকদের তালিকা

স্তর	পদমর্যাদা
জেলা	জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক (DL &LRO)
উপবিভাগ	উপবিভাগীয় ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক (SL & LRO)
ব্লক	ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক (BL & LRO)
গ্রাম পঞ্চায়েত	রেভেনিউ ইন্সপেক্টার (RI), আমীন ও ভূমি সহায়ক (BS)

7. ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কি কি করণীয়

ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর নিম্নলিখিত কাজগুলো করে।

- বর্গাদারদের জমির নথিভুক্তি, চাষ সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসা, গৃহস্থালী কজনের আছে, তাকে নথিভুক্ত করা, পশ্চিমবঙ্গ রেস্টোরেশান অফ এলিইনেটেড ল্যান্ড অ্যাক্ট ইত্যাদি।
- নিস্পত্তির কাজ এবং সমীক্ষা করা
- জমির ব্যবস্থাপনা, অধিকার সংক্রান্ত নথিপত্রের দেখাশুনা, জমি যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কিনা ইত্যাদি
- রাজস্ব আদায়, বিভিন্ন ধরণের ঋণদান, সরকারি বকেয়া আদায়
- শস্য সংক্রান্ত সমীক্ষা, কৃষির সুমারী

- এছাড়াও, সাধারণ প্রশাসনিক কাজে সহায়তা করা, জমি সংক্রান্ত নানা অনুসন্ধানের মাধ্যমে, শস্যের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করা এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় বিষয়ে আগাম তথ্য দেওয়া ইত্যাদি।

8. জমির মালিকানা প্রমাণ করতে কি কি নথিপত্র লাগে?

জমির নাম হলো সেই নথি, যা জমি বা কোন অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানার প্রমাণ। জমির স্পষ্ট নাম থাকলে জমির মালিক ছাড়া কেউ-ই এই সম্পত্তি দাবী করতে পারবে না।

- যখন কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির কাছ থেকে জমি কেনে, তখন জমির নামে যে নথিপত্রটি তৈরি হয়, তাকে বলে 'দলিল'। এই ধরণের জমি, জমির মালিকের আইনি উত্তরাধিকারী, এমনকি মেয়েরাও বিক্রি করতে পারে।
- ''পাট্টা'' হলো এমন একটি কাগজ, যা সরকারের দেওয়া ভূমিহীন দরিদ্র মানুষদের জমির মালিকানার প্রমাণ। এই নথিটি স্বামী-স্ত্রী দুজনের নামে হতে হবে। স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই জীবিত এবং একত্রে বসবাস করতে হবে। পাট্টায় প্রথমে স্ত্রী এবং পরে স্বামীর নাম আসবে। যদি পরিবারের প্রধান হন কোন মহিলা, তাহলে পাট্টা শুধু তারই নামে হবে। পাট্টায় পাওয়া জমি বিক্রি করা যাবে না—কিন্তু তা উত্তরাধিকার সূত্রে পেতে পারে ছেলে এবং মেয়ে দুজনেই।

পাট্টায় স্ত্রীর নাম আগে দেবার কারণ কি? বাড়ি, জমি ও সম্পত্তি, এগুলো সবই খুব মূল্যবান সম্পদ, বিশেষতঃ যাদের কাছে সীমিত সম্পদ আছে। যে সমস্ত মহিলাদের স্বামী বা বাবা মারা গেছে, তাদের কাছ থেকে এই সম্পদগুলো কেড়ে নেওয়া খুবই সহজ। তাদের জমির অধিকার যদি সুনিশ্চিত না থাকে, তাহলে পরিবারের পুরুষ সদস্যরা সুবিধা পেয়ে যাবে এবং এই সম্পদগুলো ক্রমশঃ মহিলার হাতছাড়া হয়ে যাবে। এই সম্ভাবনা এড়াতে স্ত্রীদের নাম প্রথমে রাখা হয়েছে।

আরো একটি নথি খুবই দরকারী জমির মালিকানার জন্য। খতিয়ান বা পর্চা। এই আইনি নথিটি স্থানীয় BLLRO (ব্লক ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার) দ্বারা জারি করা হয়।

কন্যাশ্রী প্রকল্প

কিশোরী মেয়েদের ক্ষমতায়নের একটি প্রকল্প

নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার